আলো ও ছায়া

কবিবর

শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-

কৃত ভূমিকা সহিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ

কলিকাতা

চারুমুদ্রণযন্ত্রে

সংবৎ ১৯৪৮।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Fancy Jobbing Press,
48. Beadon Street,
Calcutta.

সঞ্জীবনী মালা।

["কেন মালা গাঁথি—কুমারীর চিন্তা" শীর্ষক কবিতা পাঠ করিয়া।]

কোন্ প্রাণে গাঁথ মালা আর ?
শ্মশানেতে যার বাস,
গৃহে যার সর্ব্বনাশ,
কি সুখে সে গাঁথে ফুলহার ?
(এ বিলাস সাজে কিগো তার !)

ভস্মাবৃত সে সুখের ধাম,
ফুলবন কবিতার
দাবদগ্ধ ছারখার,
কোথা পেলে কুসুমের দাম ?

শ্মশানের শিশু তুই, বালা,
শ্মশানে ভোরের বেলা
খেলেছিস্ ছেলে খেলা,
স'য়ে গেছে শ্মশানের জ্বালা,

শ্মশানের শিশু তুই, বালা,
আশে পাশে চিতা তোর,
কৈশোর স্বপনে ভোর,
কল্পনায় গাঁথিছিস্ মালা!

কল্পনার প্রেমমালা নিয়া,
মরণ উৎসাহে ভোর,
আধখানি প্রাণ তোর
কেন দিবি শ্মশানে ঢালিয়া?

ভস্মে ভস্মে করি স্তূপাকার
কি ফল লভিবি হা রে!
মরণ কি কভু পারে
মৃতরাশি বাঁচাতে আবার?

পারগো—পারগো যদি, বালা,
কুমারী হৃদয়ে তব
জাগাও জীবন নব,
গাঁথ প্রেমে সঞ্জীবনী মালা;—

এ মালা পরাবে যার গলে,
নূতন জীবনে জেগে

"কত দৃঢ় বাহু ফেলে
তুমি, সখি, করেছিলে
দুর্ব্বল আশ্রয় ;
জীবণের মহারণে
বুঝি মোরা দুই জনে
লভি পরাজয়।"

"হয় হোক্, প্রিয়তম,
অনন্ত জীবন মম
অন্ধকারময়,
তোমার পথের 'পরে
অনন্ত কালের তরে
আলো যদি রয়।

"জীবন-প্রান্তরে কত
চরণ হয়েছে ক্ষত,
সখা হে, তোমার ;
অতিক্রমি দুঃখ পথ,
হও পূর্ণ-মনোরথ—
পরীক্ষায় পার।

"ক্ষীণপ্রাণ, শ্রান্তদেহ,
পথে যদি পড়ে কেহ,
আমি যেন পড়ি ;
তোমারে বিজয়ি-বেশে
নেহারি সমর-দেশে,
সুখে যেন মরি।

"তোমারে বিজয়ি-বেশে
নেহারি সমর-দেশে,
মুহ্যমান প্রাণ
বারেক জীবন পাবে,
অন্তিমে বারেক গাবে
আনন্দের গান।

"যায় দিবা মেঘাবৃত,
দ্বিগুণিত, ঘনীভূত
সান্ধ্য অন্ধকার ;
রজনীর অবসানে
জানি আমি কোন থানে
জাগিব আবার।

স্বরগীয় অনুরাগে
প্রেম তব লবে প্রাণে তুলে।

বৈশম্পায়ন।

অচ্ছোদ-সরসী-তীরে বিচরিছে ধীরে ধীরে
পাগল পরাণ ;
প্রতি তরু, প্রতি লতা কি যেন কহিছে কথা
উন্মাদিয়া কাণ।

সরসীর স্বচ্ছ জল, রবি-করে ঝলমল,
কত কথা বলে ;
কি ও ভাষা মনে নাই, শুনে শুধু চারি ঠাঁই
সঙ্গীত উথলে।

আহত মৃগের মত ছুটিতেছে ইতস্ততঃ,
চিনিছে না ঘর ;
লতা গহনের পাশে ক্ষণেক দাঁড়ায় এসে,
অশ্রু ঝর ঝর।

এই কাননের কাছে কি যেন হারায়ে আছে—
সরবস্ব তা'র ;
আকুল ব্যাকুল চিতে খুঁজিতেছে চারি ভিতে,
শূন্য চারি ধার !

পান্থ-যুগল।

" কত জন এ ধরায়
চলে, পড়ে, উঠে যায়
বিক্ষত চরণে ;
একা আসে, একা যায়,
কারেও না সাথে চায়,
জীবনে মরণে।

"কেহ নিজ দুঃখ জ্বালা
লয়ে, কেন গাঁথে মালা—
যারে ভালবাসে
তাহার ভবিষ্য ভুলি,
গলে তাহে দেয় তুলি,
বাঁধে তারে পাশে ?

"মলিন আনন্দ-রাহু,
বাড়ায়ে দুর্ব্বল বাহু,
ধরি শুভ্র হাত,
দুরগম পথ দিয়া
লয়ে যায় মৃদু হিয়া
আপনার সাথ ?

"আপনার অন্ধকারে
অন্ধীভূত করে তারে,
ঘন অবসাদে
সবল তরুণ প্রাণ
করে নত ম্রিয়মাণ,
কোন্ অপরাধে ?

"পুষ্পাস্তৃত পথ ফেলে',
তুমি, সখি, কেন এলে
কণ্টকিত পথে ?"—
"চরণের কাঁটাগুলি
নিজ হাতে নিব তুলি—
এই মনোরথে।"

"কেন গো শুনিলে ডাক,
বলিলে—'এ সুখ থাক্';
কৈশোরের তীরে
কেন ফেলে এলে খেলা,
ভাসালে জীবন-ভেলা
ক্রুদ্ধ-সিন্ধু-নীরে?"

"অন্ধকার পারাবার
এক সাথে হব পার—"
"বৃথা মনস্কাম।
দুঃখ, প্রিয়ে, প্রাণমাঝে—
তুমি জীবনের সাঁঝে
পাবেনা আরাম।

"কুসুম-কোমল তনু
শুকাইছে অণু অণু,
ঝরে বা ত্বরায়;
বুঝি বিষাদের দিন
বিরহ-নিশায় লীন,
সকলি ফুরায়।

"বিঘ্ন বিপদের 'পরে
ভ্রূকুটী বিস্তার করে',
অগ্রসরি ধীরে—
শত অস্ত্র-লেখা বুকে,
বিজয়ের জ্যোতিঃ মুখে,
অনন্তের তীরে

"যখন দাঁড়াবে' সখা,
দু'জনায় হবে দেখা ;
পরাজিত জন
তব জয় প্রীতমনা,
আজিকার এ কামনা
করিবে স্মরণ।"

চন্দ্রাপীড়ের জাগরণ।

অন্ধকার মরণের ছায়
কতকাল প্রণয়ী ঘুমায় ?—
চন্দ্রাপীড়, জাগ এইবার।

বসন্তের বেলা চলে যায়,
বিহগেরা সান্ধ্য গীত গায়,
প্রিয়া তব মুছে অশ্রুধার।

মাস, বর্ষ হ'ল অবসান,
আশা-বাঁধা ভগন পরাণ
নয়নেরে করেছে শাসন ;
কোন দিন ফেলি অশ্রুজল,
করিবে না প্রিয়-অমঙ্গল—
এই তার আছিল যে পণ।

আজি ফুল মলয়জ দিয়া,
শুভ্র-দেহা, শুভ্রতর-হিয়া,
পূজিয়াছে প্রণয়ের দেবে ;
নবীভূত আশারাশি তার,
অশ্রু মানা শোনেনাকো আর—
চন্দ্রাপীড়, মেল আঁখি এবে।

দেখ চেয়ে, সিক্তোৎপল দুটি
তোমা পানে রহিয়াছে ফুটি,
যেন সেই নেত্রপথ দিয়া,

জীবন, তেয়াগি নিজ কায়,
তোমারি অন্তরে যেতে চায়—
তাই হোক্, উঠগো বাঁচিয়া।

প্রণয় সে আত্মার চেতন,
জীবনের জনম নূতন,
মরণের মরণ সেথায়।
চন্দ্রাপীড়, ঘুমা'ওনা আর—
কাণে প্রাণে কে কহিল তার,
আঁখি মেলি চন্দ্রাপীড় চায়।

মৃত্যু-মোহ অই ভেঙ্গে যায়,
স্বপ্ন তার চেতনে মিশায়,
চারি নেত্রে শুভ দরশন ;
এক দৃষ্টে কাদম্বরী চায়,
নিমেষ ফেলিতে ভয় পায়—
"এতো স্বপ্ন—নহে জাগরণ।"

নয়ন ফিরাতে ভয় পায়,
এ স্বপন পাছে ভেঙ্গে যায়,
প্রাণ যেন উঠে উথলিয়া।

আঁখি দুটি মুখ চেয়ে থাক্
জীবন স্বপন হয়ে যাক্,
অতীতের বেদনা ভুলি

"আধেক স্বপনে, প্রিয়ে,
কাটিয়া গিয়াছে নিশি,
মধুর আধেক আর
জাগরণে আছে মিশি।

"আঁধারে মুদিনু আঁখি,
আলোকে মীলিনু তা
মরণের অবসানে

ভালবাসার ইতিহা

হৃদয়ের অন্তঃপুরে, নব বধূটির
ভালবাসা মৃদু পদে করে বিচ
পশিলে আপন কাণে আপনার
সরমে আকুল হ'য়ে মরে সে
আপনার ছায়া দেখি দূরে দূরে
অযুতে অযুত ফুল ফুটে তার পা

শূন্য আলয়ের মাঝে উদাস উদা
কাঁদে সদা ভালবাসা, কেহ

নলিনী-নিশ্বাস-বাহী সুমধুর সান্ধ্য বায়,
দেখিতেছে ভালবাসা—কে যেন মরিয়া যায়।

কে যেন সে মরে গেছে, তার শ্মশানের ’পরে
উঠিয়াছে ধীরে ধীরে চারু দেবালয়,
বিশ্বহিত পুরোহিত নিয়ত ভকতিভরে
পূজিতেছে বিশ্বদেবে। ত্রিভুবনময়
বিচরিছে ভালবাসা, স্বাধীনা, আননে তার
দিব্য প্রভা, কণ্ঠে দিব্য সঙ্গীতের সুধা-ধার।

নাহি বলে’ সকরুণ
গেঁথেছিল এক কুসু
ঝ কাঁটা তার কেমনে
ফেলে কাঁটা, মালগা

দিয়া তার ফুরায়েছে
না তপস্বিনী কাঁদেনা
সে তার ফুটিয়াছে শ
গন-ভরা কৌমুদীর ভ

চাহিবে না ফিরে ?

পথে দেখে', ঘৃণাভরে   কত কেহ গেল সরে',
  উপহাস করি' কেহ যায় পায়ে ঠেলে' ;
কেহ বা নিকটে আসি,   বরষি গঞ্জনা রাশি,
  ব্যথিতেরে ব্যথা দিয়া যায় শেষে ফেলে' ।

পতিত মানব তরে   নাহি কিগো এ সংসারে
  একটি ব্যথিত প্রাণ, ছুটি অশ্রুধার ?
পথে পড়ে' অসহায়,   পদে তারে দলে' যায়,
  ছু'খানি স্নেহের কর নাহি বাড়া'বার ?

সত্য, দোষে আপনার   চরণ স্খলিত তার ;
  তাই তোমাদের পদ উঠিবে ও শিরে ?
তাই তার আর্ত্তরবে   সকলে বধির হবে,
  যে যাহার চলে' যাবে—চাহিবে না ফিরে ?

বৰ্ত্তিকা লইয়া হাতে, চলেছিল একসাথে,
পথে নিবে গেছে আলো, পড়িয়াছে তাই ;
তোমরা কি দয়া করে', তুলিবে না হাতে ধরে',
অৰ্দ্ধ দণ্ড তার লাগি থামিবে না, ভাই ?

তোমাদের বাতি দিয়া, প্রদীপ জ্বালিয়া নিয়া,
তোমাদেরি হাত ধরি' হোক্ অগ্রসর ;
পঙ্ক মাঝে অন্ধকারে ফেলে যদি যাও তারে,
আঁধার রজনী তার রবে নিরন্তর।

ডেকে আন্।

পথ ভুলে গিয়াছিল, আবার এসেছে ফিরে,
দাঁড়ায়ে রয়েছে দূরে, লাজে ভয়ে নতশিরে ;
সম্মুখে চলে না পদ, তুলিতে পারে না আঁখি,
কাছে গিয়ে, হাত ধরে, ওরে তোরা আন্ ডাকি।

ফিরাস্‌নে মুখ আজ নীরব ধিক্কার করি,
আজি আন্ স্নেহ-সুধা লোচন বচন ভরি।

অতীতে বরষি ঘৃণা কিবা আর হবে ফল ?
আঁধার ভবিষ্য ভাবি' হাত ধরে লয়ে চল্‌।

স্নেহের অভাবে পাছে এই লজ্জানত প্রাণ
সঙ্কোচ হারায়ে ফেলে—আন্‌, ওরে ডেকে আন্‌।
আসিয়াছে ধরা দিতে, শত স্নেহ-বাহু-পাশে
বেঁধে ফেল্‌; আজ গেলে আর যদি না-ই আসে।

দিনেকের অবহেলা, দিনেকের ঘৃণা ক্রোধ,
একটি জীবন তোরা হারাবি জনম শোধ।
তোরা না জীবন দিবি ? উপেক্ষা যে বিষ-বাণ,
দুঃখ-ভরা ক্ষমা লয়ে, আন্‌, ওরে ডেকে আন্‌।

আহা থাক্‌।

আহা থাক্‌—আহা থাক্‌।
নীরবে আঁধারে নয়নের ধারে
আপনি নিবিয়া যাক্‌।
দুঃখের আ৷গুণ, সরম-আহুতি
দিও না দিও না আর ;

স্নেহের অঙ্গুলি পরশেও ক্ষত -
দ্বিগুণ জ্বলিবে তার।

কাজ নাই সান্ত্বনার ;
সময়, স্বভাব দুজনার হাতে
দাও ব্যথিতের ভার—
কাজ নাই সান্ত্বনার।

দগধ কাননে কিছু কাল পরে
তৃণদ্রুম জন্ম লয়,
ভগন শাখার চারি ধারে উঠে
উপশাখা, কিশলয় ;

কালের ভেষজে দগধ হৃদয়
হরিৎ হবে না আর ?
উঠিবে না নব আশা চারিদিকে
ভগ্ন—মৃত বাসনার ?

মায়ের আহ্বান।

দুরারোহ গিরিবর-কূটে
অবহেলে চলেছিলি ছুটে,
পড়ে গেলি কি হয়েছে তায় ?
আয় বাবা, আঁচলে আমার
মুছে দিই নয়নের ধার,
আশীর্ব্বাদ বরষি মাথায়।

পাঠাইয়া তোরে দূরদেশে,
অনুদিন রহিয়াছি বসে,
পাতি কোল তোর প্রতীক্ষায় ;
শ্রান্ত হ'স্, বাজে যদি দেহে,
তুলে লব স্নেহের এ গেহে,
মা'র ছেলে মা'র কোলে আয়।

কত কেহ দুরাকাঙ্ক্ষ বলি,
আপনার পথে যাবে চলি,
মরম পীড়িয়া উপেক্ষায় ;

বিদেশীরা বুঝিবে না ভাষ,
বুঝি বা করিবে উপহাস,
করুক্ না, কিবা আসে যায় ?

তোর দেহ কার দেহ দিয়া ?
কার হৃদ্‌বীজে তোর হিয়া ?
লাজ, ভয় কার কাছে হায় !
জঠরে দিয়াছি যদি ঠাঁই
আজ কিগো কোলে স্থান নাই ?—
আয়, তবে আয়রে হেথায়।

নিঠুর এ কঠোর সংসার,
কত আশা করে চুরমার,
হৃদয়ের প্রদীপ নিবায় ;
ভাঙ্গা আশা উঠিবে যুড়িয়া,
দীপ-শিখা উঠিবে স্ফুরিয়া,
দুটি দিন মা'র কোলে আয়।

নীরব মাধুরী।

ওরা কত কথা কহে,
ওরা কত করে কাজ ;
এ সদা নীরবে রহে,
আপনা দেখাতে লাজ।

দুঃখে ওরা অশ্রুনীর,
সুখে ওরা জয়নাদ ;
এর দুঃখে আছে তীর,
এর হর্ষ মানে বাঁধ।

ওরা কত স্নেহ জানে,
কত কাছে ওরা যায় ;
এর প্রাণ যত টানে,
এ তত পিছাতে চায়।

ওরা যাহে বাঁধা পড়ে,
সে বাঁধন মানে না এ ;
ওরা যারে এত ডরে,
তার ভয় জানে না এ।

এ থাকে আপন মনে,
ধারে না কাহার ধার,
নাহি বাদ কা'র' সনে,
নাহি পর আপনার।

ফুল এক বন মাঝে
নিরজনে ফুটে আছে,
কখন সমীর সাঁঝে
গন্ধ বহি আনে কাছে।

শোভাময়ী প্রকৃতির
এক কোণ পূর্ণ করি,
নীরব সৌন্দর্য্য ধীর
ফুটে আছে, যাবে ঝরি।

কুসুম করেনা কাজ,
কুসুম কহেনা কথা ;
জন্ম তার মৃদু লাজ,
মরণ মধুর ব্যথা।

এর কাজ, কথা এর
একটি জীবনে ভরা ;
আছে যে এ, তাই ঢের,
তাতেই কৃতার্থ ধরা।

দেব-ভোগ্য।

সে গেছে ; এ ধরা হ'তে, তাহারি পশ্চাতে,
অতুল সৌন্দর্য্য লুপ্ত তার ;
ভস্ম তার মুষ্টিমেয় মিশে মৃত্তিকাতে,
চিহ্ন কিছু রহিল না আর।

অশ্রুসিক্ত স্নিগ্ধ নাম ক্ষুদ্র পরিবারে
দিন কত উচ্চারিত হবে,
সুন্দর জীবন তার বিস্মৃতি-আঁধারে
চিরদিন আবরিত রবে।

যে মাধুরী ধরণীর নয়ন জুড়ায়,
কেহ আহা দেখিল না তারে ;

কে জানে তেমন দেখা যায় কি না যায়
মরণের অন্ধকার পারে।

সে গেছে ; এ ধরা হ'তে চিরদিন তরে
ঘুচে গেল সে সৌভাগ্যোচ্ছ্বাস ;
যে শোভা ফুটিয়া ঝরে নেত্র-অগোচরে,
তার কিগো বিফল বিকাশ ?

তাতো নয় ; যে সৌন্দর্য্য নিরজনে রহে,
বিকাশে না মানবের তরে ;
গোপনে সুবাস, শোভা আজীবন বহে,
নর চক্ষুঃ পাছে ম্লান করে ;
বিধাতার আঁখি তরে ফুটিয়া ধরায়,
সৌন্দর্য্যের অর্ঘ্য ঝরে সুন্দরের পায়।

অনাহূত।

এলি যদি, রাণি, কেন ফিরে যাস্,
অভিমান-ম্লানমুখী ?

ভুলে এসেছিস্, ভুলে তবে হাস্,
ভুলে ভুল কর সুখী।

আসিয়া আহূত, ফিরে যাবি তাই,
এসেছিলি—ছিল কাজ ?
আর কেহ হেথা অনাহূত নাই,
তাহে তোর এত লাজ ?

দেখ্ মানময়ি, আরও কত কেহ
অনাহূত উপস্থিত ;
শোন্ লো সুভগে, হৃদয়ের স্নেহ
আপন-আহ্বান-গীত ;

সৌন্দর্য্য আপন-নিমন্ত্রণময়
অপরের কাছে আনে,
সাদর বচন কেড়ে যেন লয়,
এমনি মোহিনী জানে।

মধুর আলোক, মৃদুল বাতাস,
সুদূর পাখীর ডাক,

পাতার নীলিমা, কুসুমের বাস,
তারা আছে ;—তুই থাক্।

তোর আগমনে, দেখ্ দেখি, মণি,
আনন্দ-পূরিত গেহে
দ্বিগুণিত কি না হরষের ধ্বনি—
আঁখি আর্দ্রীভূত স্নেহে ?

অতীত স্বপন হৃদি জাগাইতে,
নয়নেরে দিতে সুখ,
কত প্রাচীনের আশীর্ব্বাদ নিতে,
নিয়ে এলি ওই মুখ।

বাঁকা কালা চুলে হাত রাখি সবে,
করিবেন এ আশিস্—
অনাহূত হয়ে যেথা যাস্ যবে,
এমনি আনন্দ দিস্।

চিন্নুর প্রতি।

হায় হায়! কে তোরে শিখালে অভিমান,
সংসারের বিনিময়, দাবী দেনা জ্ঞান?
কে শিখালে অনাদর ভয়?
কে শিখালে আবরিতে আদর্শ সমান
শুভ্র, স্বচ্ছ, সরল হৃদয়,—
উপেক্ষার মিছা অভিনয়?

বর্ষ তিনে শিখেছিস্ এ ধরার রীতি,
ভুলেছিস্ কুসুমের বিপুল বিস্মৃতি,
নিরেপেক্ষ আত্ম-বিতরণ।
হারাস্‌নে পুরাতন সুন্দর প্রকৃতি,
না ডাকিতে দিস্ দরশন,
স্নেহদানে হ'স্‌নে কৃপণ।

যেই মুখে দেবত্বের শুভ্র অভিজ্ঞান,
সে মুখে সাজে কি, ধন, ম্লান অভিমান?

নববর্ষে কোন বালিকার প্রতি।

বড়ই বাসিগো ভাল কৌমুদীর তলে
হেরিতে আতট হাসি তটিনীর জলে ;
বড় ভালবাসি আমি দিগন্তের গায়
রক্তিম কিরণ মৃদু, উষায় সন্ধ্যায়।

শিশিরে সুস্নাত চারু মুকুলিকাগুলি
বাল-রবি-করে ফুটি, সমীরণে দুলি,
ঈষৎ নুইয়া যবে হাসে মধুময়,
পাশরায় অবসাদ, প্রাণ কেড়ে লয়।

তেমতি যখনি, বালা, সরল ও হিয়া তোর
শৈশব কিরণ তলে উছলিয়া উঠে,
থেকে থেকে রাঙ্গা দুটি অধরের বাঁধ টুটি
নিরমল সুধা হাসি সারা মুখে ছুটে,

কোমল কপোল-যুগে, চিকন ললাট-তটে,
ঈষৎ রক্তিম লেখা ক্ষণ শোভা পায়,
সজল নয়ান মাঝে হাসির সে ঢেউ গুলি
এ দিক্ সে দিক্ করি ভাসিয়া বেড়ায় ;

কি জানি কত কি কথা, কত কি মধুর ব্যথা,
কত কি সুখের চিন্তা আকুলয়ে প্রাণ,
চাহিয়া আবার চাহি, ভাবিয়া আবার ভাবি,
থামেনা ভাবনাস্রোত, নড়েনা নয়ান।

আয় দিদি, কাছে আয়, চাহিয়ে আমার পানে,
হাস্ সে বিমল হাসি আজি একবার ;
আজি নববর্ষ দিনে হেরি ও পবিত্র জ্যোতিঃ,
সারাটি বছর সুখে কাটুক আমার।

তোরেও, বালিকে, আজ একান্তে আশিস্ করি—
আজি যে মুকুল-চিত্ত শোভার আধার,
কীটের অক্ষত রহি, ফুটিয়াও এই মত
ঢালুক নির্ম্মল প্রীতি প্রাণে সবাকার।

বালিকা ও তারা।

গৃহ কাজ সারি এতক্ষণে তবে
আইনু কানন মাঝ,

ডুবেছে পশ্চিমে রক্তিম তপন
এসেছে বিষণ্ণ সাঁঝ।

কোথা হ'তে ধীরে আসিছে তিমির
আবরিছে জল স্থল,
দিবালোক সনে কোথা গেছে চলে
দিবসের কোলাহল।

চাঁদের তরল রজত কিরণ
ভাষায় না আজি ধরা ;
ক্ষীণ ক্ষীণ আলো ঢালিতেছে মিলি
অযুতে অযুত তারা।

তবুও কি জানি কি জানি মোহিনী
তারার চাহনি মাঝে,
নীরব কণ্ঠের কি জানি কি কথা
প্রাণের ভিতরে বাজে।

আঁখি মুদি, খুলি, ফিরি ফিরি চাই,
আবার নয়ন ঢাকি,

তৃণ শয্যা'পরি মাথাটি রাখিয়া,
বিষাদ-মোহিত থাকি।

কি যেন কি ব্যথা, কি যেন কি সুখ,
হৃদয়ে উথলি যায় ;
কি দৃশ্য বুদ্বুদ স্মৃতির সাগরে
উঠয়ি বিলয় পায়।

ভাবনার মাঝে ভাবনা বিস্মৃত,
আপনা হারায়ে যাই,
নয়ন উন্মীলি নেহারি গগন,
আবার দেখিতে পাই—

শান্ত যামিনীর শ্যামল মাধুরী,
তারার মধুর গান ;
তারার চোখের স্নেহ বিলোকনে
উছলিয়া উঠে প্রাণ।

কোমল বিমল মৃদু মৃদু ভাতি
গভীর সুখের হাসি,

নীরব অধরে হৃদয়-স্পরশী
কথা কহে রাশি রাশি।

জীবনের কাজ নীরবে সাধিছ,
চাহিছ ধরণী পানে,
তোমরা গো সবে হও সখী মম
সংসার গহন বনে।

সুদূর বিশাল অনন্ত গগনে
যতটুকু দেখা যায়,
আমার হৃদয়ে অতটুকু থাক
জ্যোতির কণিকা প্রায়।

কত বড় সবে চাহি না জানিতে,
চিরকাল ছোট থাক,
ক্ষুদ্র বালিকার ক্ষুদ্র এ জীবন
স্নেহেতে বাঁধিয়া রাখ।

পশ্চাতে রাখিয়া জন-কোলাহল,
এই তটিনীর তটে

বনের আড়ালে এই তরু-মূলে
যখনি আসিব ছুটে—

আঁধার নিশায়, ক্ষুদ্র এ হৃদয়ে
তোমাদের মৃদু ভাতি
ঢালি শতধারে রাখিও ভুলায়ে
সারাটি নীরব রাতি।

প্রভাতের ছবি তটিনীর জলে
যখনি দেখিতে পাব,
ধীরে ধীরে উঠি যাব গৃহপানে,
সারা দিন কাজে রব।

ও কিরণ প্রাণে উদ্দীপনা হয়ে
খাটাবে সংসার মাঝে,
আকর্ষণী মত আবার এ বনে
লইয়া আসিবে সাঁঝে।

চাহি না।

কার কাছে যাই, কার কাছে গাই
আমার দুঃখের সুখের কথা ;
সরায়ে নীরবে হৃদি-যবনিকা
কাহারে দেখাই কি আছে তথা।

চাহি না, চাহি না, কতবার বলি—
চাহি না সুহৃৎ, চাহি না সখা,
চাহি না করিতে স্নেহ বিনিময়,
আপনারে ভালবাসিব একা।

চাহি না, চাহি না, কিছুই চাহি না,
চাহি শুধু অই কানন খানি,
চাহি শুধু মৃদু কুসুমের হাস,
বনবিহগের মধুর বাণী।

চাহি নিরখিতে তরঙ্গের খেলা
বসি এ বিজন তটিনীকূলে,

অনন্ত বিশাল আকাশ চাহিয়ে,
চাহি আপনারে যাইতে ভুলে।

শুক্লা রজনীতে বিমল গগনে
চাহি চন্দ্রমার রজত হাসি,
অমায় অমায় চাহি চারিধারে
গভীর গম্ভীর তামস-রাশি।

কেহ নাহি যার সে কারে চাহিবে ?
চাহি না সুহৃৎ, চাহি না সখা,
প্রকৃতির সাথে হাসিয়া কাঁদিয়া
সারাটি জীবন কাটাব একা।

প্রকৃতি জননী, প্রকৃতি ভগিনী,
নিসর্গ আমার প্রাণের সখা,
আমারে তুষিতে ফুল মৃদু হাসে,
নাচে জলে রবি-কিরণ-লেখা।

চাহি না, চাহি না, ফের যেন কেন
ছুটে ছুটে যাই নরের কাছে,

কহি মরমের দুইটি কাহিনী,
কহি সুখ দুঃখ যা' কিছু আছে।

এতটুকু।

এতটুকু স্খলিত-চরণ
সঙ্কীর্ণ পন্থায়,
গিরিযাত্রী নিমেষের মাঝে
কোথা ডুবে যায়।

এতটুকু সাহসের কণা,
স্ফুলিঙ্গ বীর্য্যের
জ্বাল দেখি আপনার প্রাণে,
জন-সমাজের—

দুর্নীতির শত তৃণস্তূপ
চারি ধারে হবে ভস্মসার ;
কেড়ে লও দাঁড়াবার ঠাঁই,
এ জগৎ চরণে তোমার।

এতটুকু চিন্তার অঙ্কুর
লভিল জনম যদি, হায়!
অজ্ঞাত বিজন হৃদি মাঝ,
উৎপাটিত কেন কর তায়?

সেধে দেখ, উর্ব্বর হৃদয়
কেহ যদি নিয়া যায় তারে,
লালিত বর্দ্ধিত হ'লে, কালে
ফল তাহে পারে ফলিবারে।

সুখের সন্ধান।

সুখ হে, তোমারে আমি
খুঁজিয়াছি, সজনে বিজনে;
হে সুখ, বিরহে তব
কাঁদিয়াছি, শূন্য শূন্য মনে।

তোমারে ডেকেছি আমি,
নাম ধরি, দিবসে নিশায়,

তোমারে করেছি ধ্যান,
নিতি নিতি, সন্ধ্যায় উষায়।

যত বেশী খুঁজিতাম,
ছায়া তব হ'ত দূরতর ;
যত অশ্রু ঢালিতাম,
দুঃখ তত করিত কাতর।

যত ভাবিতাম, তত
নেত্রে মম সুখের সংসার
বোধ হ'ত আলোহীন,
ধূমময়, শুদ্ধ ছায়াসার।

সুধালে নিবাস তব
কেহ নাহি বলে একবার।
কেমনে কে বলে দেবে ?—
সুখ তুমি নিকটে আমার।

অন্তশয্যা।

অন্তশয্যা রচিও আমার
নিরজন তটিনীর তীরে ;
মৃত্যু দেহে বুলাইবে হাত,
নদী গান গাবে ধীরে ধীরে।

মনে করে শেফালিকা এক
রোপিও সে শয়নীয় পাশ,
ফুল যবে ফুটিবে তাহার
আশে পাশে ছড়াইবে বাস।

উষা না আসিতে, ধীরে ধীরে,
শিশির মুকুতা শিরে পরি,
সুষুপ্তের শীতল মাথায়
নীরবে পড়িবে ঝরি ঝরি।

বসন্তের সান্ধ্য সমীরণে
তপ্ত শয্যা হবে সুশীতল,

শরদের কৌমুদীর হাস
  হিমতনু করিবে উজল।

শোভাহীন আননে আমার
  নব শোভা বিকসিত হবে,
চারিদিকে দিগ্‌বধূ সবে
  মুগ্ধবৎ সদা চেয়ে রবে।

দু' একটি পাখী যেতে যেতে
  বিরামিবে শেফালীর ডালে,
দু'টি গীত শুনাবে আমায়
  নীড়ে ফিরি যাইবার কালে।

দু' একটি কৃষকের শিশু
  পথ ভুলে আসিবে সেথায়,
দু'দণ্ড আমারি কাছে থেকে
  খেলি ঘরে যাবে পুনরায়।

আর কেহ নাহি যেন আসে
  নিরালয় এ আলয় পাশ,

মরণের সুকোমল কোলে
বিজনে ঘুমাব বার মাস।

বিধবার কাহিনী।

আঁধারের মাঝে ছিনু কত দিন,
অন্ধ হৃদয়ের তলে
একটি প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিল,
প্রেমের মোহন বলে।

উজল সংসার হইল আঁধার,
তাঁহারে হারানু যবে;
তাঁরি কথা পুনঃ হৃদয়ে ধরিয়া
বাঁচিয়া রহিনু ভবে।

"বিধির বিধান মস্তকে ধরিয়া,
হব সদা আগুয়ান,
বিপদ সম্পদ তাঁহারি আশিস্—
তাঁহারি স্নেহের দান।"

এ কঠিন ব্যথা দেব-আশীর্ব্বাদ ?
বিধাতার স্নেহ-দান ?
বুঝিয়াও কেন বুঝিবারে নারি,
প্রবোধ না মানে প্রাণ।

গেছে আশা সুখ জনমের মত,
কোন সাধ নাহি ভবে,
সদা ভাবি মনে কোন্ শুভক্ষণে,
দু'জনায় দেখা হবে।

হবে কি কখন ?—বলেছেন হবে।
সেথা,—এ বিশ্বাস মম—
মরতের সেই গভীর প্রণয়
হইবে গভীরতম।

জীবনের কাজ সাঙ্গ হয় যবে,
মরণের পথ দিয়া
প্রবাসী মানবে বিধাতার দূত
স্ব-আলয়ে যায় নিয়া।

এ তুচ্ছ জীবনে আছিল যে কাজ,
বহুদিন বুঝি নাই ;
তাঁরি সাথে থেকে তাঁরি হিয়া দেখে'
জাগিনু ; ভাবিগো তাই—

এ ক্ষুদ্র জীবনে—ধূলিরেণুসম
তুচ্ছ এ জীবনে মম—
যদি কোন কাজ থাকে করিবার
রেণুর রেণুকা সম,

তাও যেন আহা করে যেতে পারি
বিধাতার পদ চাহি'
যে গীত শিখেছি দুঃখ-অন্ধকারে
আশার সে গীত গাহি'।—

একটি অনাথা পিতৃহীনা বালা
কুড়াইয়া পথমাঝ,
আনি' দিলা পতি কোলেতে আমার
সপ্ত বর্ষ হ'ল আজ।

আপনার ভাবি দু'জনে মিলিয়া
পালিতে আছিনু তায়,
শিশুরে আমারে অনাথা করিয়া
এক জন গেল, হায়!

ভাবি মনে মনে—পরমেশ-শিশু
রয়েছে আমারি কাছে,
একটি অমর আত্মার কোরক,
তার ভার হাতে আছে;

একটি অস্ফুট কুসুম-কলিকা
ফুটিবে আমারি কোলে,
কত কীট তাহে পারে প্রবেশিতে
মায়ের অভাব হ'লে।

—

দুঃখময় এই জীবন আমার
মাঝে মাঝে লাগে ভাল,
বালিকার আশা অন্ধকার চিতে
কোথা হতে ঢালে আলো।

ওরু মুখ চেয়ে, ওরে ভালবেসে
দিবস কাটিয়া যায় ;
ভুলে গেছি হাসি, ওর হাসি দেখে
হাসিতেও সাধ যায়।

আমন্ত্রিত।

"দেখ, শুন, সুখে থাক, কেন চিন্তানলে
সাধ করে পুড়ে মর ? এ জীর্ণ-সংস্কার—
এতো বিধাতার কাজ। আমাদের বলে
গড়ে না, ভাঙ্গে না কিছু। সহায়তা কার
লাগে, বিশ্ব ডুবাইতে প্রলয়ের জলে ?
আসুরী শকতি সহ অনন্ত সমর
দেবতার ; ক্ষুদ্র নর, ঈশ্বর মহান্—"

"ধন্য সেই হয় যেই তাঁর সহচর
এ সংগ্রামে, দিয়ে সুখ, তনু, মন, প্রাণ।"

"হবে জয় দেবতার, তব বলে নয় ;
ক্ষণেকের পরাজয়, তা'ও তাঁরি ছল।—"

"বিধির ইঙ্গিত যারে রণে ডেকে লয়
তার বল নহে কভু—নিতান্ত নিষ্ফল।
বিবেক যে সে হাতেরি ঘন কশাঘাত,
মহতী কামনা-রাশি সে হাতেরি রাশ,
জর্জ্জরিত তনু, তুচ্ছ করি অস্ত্রপাত,
চির অগ্রসর শুনি তাঁহারি আশ্বাস।"

"নির্ম্মাণ সংহার শত পরিবর্ত্ত মাঝে,
অশরীরী রশ্মি টানি, তুরগ সমান
আবৃত-নয়ন নরে আপনার কাজে
নিয়ে যান যথাপথে নিজে ভগবান্।
তুমি কেন ভেবে মর? আপনার কাজ
বুঝি সাধিবেন প্রভু। কেন হাহাকার
ধরম দুর্নীতি বলি, স্বদেশ, সমাজ?
চলিবার ভার তব, নহে চালা'বার।"

"কেন ভাবি?—আঁখি যবে চারিদিক্ চায়,
হেরে গূঢ় দুর্গতির গাঢ় অন্ধকার,
সকলে দেখে না কেন—সুখে নিদ্রা যায়,
শোনেনা আত্মার মাঝে দেবের ধিক্কার?

নিদ্রিত-বিপন্ন-পার্শ্বে জেগে থাকে যারা,
ত্রিকালজ্ঞ ভবেশের ত্রিনয়ন দিয়া
তা'দের নয়নে ছুটে আলোকের ধারা ;
ধরার তিমিরে হেরি কেঁদে উঠে হিয়া।
আবৃত-নয়ন তারা ?—অন্ধ কুড়াইয়া,
আঁধারে লুকায়ে দেব করিছেন রণ ?
দৈত্যমায়া তুষসম বায়ে উড়াইয়া,
দ্যুতিমান্ জয়কেতু করিয়া ধারণ,
দিবালোকে তাঁর জয় করে নি' প্রচার
সজাগ বিস্মিত বিশ্বে, নিপাতি অসুর,
তাঁর আমন্ত্রিতগণ ?—দুষ্কৃতির ভার
যুগে যুগে ধরা হ'তে করে নাই দূর ?"

"দিবসের পরে নিশি,—এ নিশি কি রবে ?—
এতো বিধি ; এবে যারা ঘুমায় ঘুমাক্।
নিশায় জাগায়ে লোকে কি সুফল ভবে ?
দিন এলে ভাঙ্গে ঘুম, কেন ডাক ?—থাক্।"

"সহস্র অন্ধের মাঝে এক চক্ষুষ্মান্
নিজ চক্ষু আবরিয়া লভে কি আরাম ?

সে চাহে সহস্রে দৃষ্টি করিবারে দান ;
সে চাহে দেখাতে দৃষ্ট আলোকের ধাম।
যে শুনেছে নিজ কর্ণে বিধাতার ডাক,
পথি নিদ্রা, মিছা খেলা সম্ভবে কি তার ?
সে কি বলে, অন্ধগুলা পথে পড়ে থাক্ ?
সুপ্ত জনে না জাগায়ে সে কি আগে যায় ?
প্রত্যেক অঙ্গুলি দিয়া, প্রতি অঙ্গ তার
বিতরিয়া সাথীদেরে, চলে ধীরে ধীরে ;
কত বার পিছে চাহে, থামে কত বার,
লয়ে যায় সহস্রেরে আলোকের তীরে।
শুনি দেবতার তূরী যারা আগে যায়,
অপরের চালাবার তাহাদেরি ভার—
অপরেরে চালাবার তাহাদেরি ভার—
পথের কণ্টক দলি' দিব্য পাদুকায়,
অঙ্গুলি পরশে করি জীর্ণের সংস্কার।"

সে কি ?

"প্রণয় ?"
"ছি !"
"ভালবাসা—প্রেম ?"
"তাও নয়।"
"সে কি তবে ?"
"দিও নাম দিই পরিচয়—
আসক্তিবিহীন শুদ্ধ ঘন অনুরাগ,
আনন্দ সে নাহি তাহে পৃথিবীর দাগ ;
আছে গভীরতা তার উদ্বেল উচ্ছ্বাস,
দু'ধারে সংযম-বেলা, উর্দ্ধে নীলাকাশ,
উজ্জ্বল কৌমুদীতলে অনাবৃত প্রাণ,
বিম্ব প্রতিবিম্ব কার প্রাণে অধিষ্ঠান ;
ধরার মাঝারে থাকি ধরা ভুলে যাওয়া,
উন্নত-কামনা-ভরে উর্দ্ধ দিকে চাওয়া ;
পবিত্র পরশে যার, মলিন হৃদয়
আপনাতে প্রতিষ্ঠিত করে দেবালয়,
ভকতি-বিহ্বল, প্রিয় দেব-প্রতিমারে
প্রণমিয়া দূরে রহে, নারে ছুঁইবারে ;

আলোকের আলিঙ্গনে, আঁধারের মত,
বাসনা হারায়ে যায়, দুঃখ পরাহত ;
জীবন কবিতা—গীতি, নহে আর্ত্তনাদ,
চঞ্চল নিরাশা, আশা, হর্ষ, অবসাদ।
আপনারে বিকাইয়া আপনাতে বাস,
আত্মার বিস্তার ছিঁড়ি' ধরণীর পাশ।
হৃদয়-মাধুরী সেই, পুণ্য-তেজোময়,
সে কি তোমাদের প্রেম ?—কখনই নয়।
শত মুখে উচ্চারিত, কত অর্থ যার,
সে নাম দিওনা এরে মিনতি আমার।"

কৃষ্ণকুমারীর পরিণয়।

কি বলিলে, দেবি, পিতৃ-সিংহাসন,
কুলের মর্য্যাদা, স্বদেশ, স্বজন
কৃষ্ণার জীবনে যায় ?
আমার মরণে বাঁচে উদিপুর,
অশান্তি বিগ্রহ লজ্জা যায় দূর ?—
কে তবে বাঁচিতে চায় ?

কাঁদিবেন মাতা, ভাবি শুধু তাই
ঝরেছে নয়ন ; আগে বল নাই
কেন কৃষ্ণা, মাতৃপ্রাণ,
জননীর ক্রোড়, সুখের স্বপন,
নারীকুল মাঝে এক-সিংহাসন
কৃতান্তে করিবে দান।

এবে জীবনেতে সাধ নাহি আর,
সুযশঃ জীবন রাজ-তনয়ার ;
আমোদ বিলাস নয়—
পুত্তল ক্রীড়ায়, প্রেমের স্বপনে,
মান মৃত্যু দুই সদা জাগে মনে,
মরণে কি তার ভয় ?

দেশের কল্যাণে এ জীবন ঢেলে,
যাই তবে এই শেষ খেলা খেলে'—
বিন্দু মাত্র নাহি আর।
আরও আছে ? দাও। জননীর পায়
কেন নাহি দিলে লইতে বিদায়,
প্রবোধিও হিয়া তাঁর ;

ব'ল শান্তি সুখ উদিপুর ধামে
রবে যত দিন, কিষেণের নামে
না ফেলিতে অশ্রুধার।

আরও দিবে? দাও। এই পরিণয়
বিধাতার লেখা। পাইতাম ভয়
উদ্বাহের শুনি নাম।
হেন পরিণয় কে ভেবেছে হবে?
হেন পতি-গেহ কে পেয়েছে কবে,—
সুন্দর স্বরগ-ধাম?

বেশী কিছু নয়।

তোমারে বলিব ভেবেছিনু,
বাধা আসি দিত অভিমান;
পুরুষের দহিলে হৃদয়,
চাহেনা সে জুড়াবার স্থান।
কোমল পরাণ তোমাদের,
রেখা পড়ে ঈষৎ ব্যথায়;

আমাদের বসেনাকো দাগ,
　বসিলে বুঝিবা ভেঙ্গে যায়।
তোমাদের আছে অশ্রুজল,
　ধুয়ে লয় কৃত অপরাধ ;
আমাদের কঠিন নয়নে
　ঢাকা থাকে ঘন অবসাদ।
অশান্তির মহাঝঞ্ঝামাঝে
　করি মোরা শান্তি-অভিনয় ;
জীবনে ও মিথ্যা-আচরণে
　শেষে আর ভেদ নাহি রয়।
আমিতো ভুলেছি আপনারে,
　ভুলে গেছি কি যে আছিলাম ;
আমিত এ অলস শয্যায়
　লভিয়াছি চিত্তের আরাম—
লভি নাই ?—কেমনে জানিলে ?
　এক দিন—দিন চলে যায়—
মস্তকে আহত-সর্প-সম
　লুটায়েছি তীব্র যন্ত্রণায়।
সে দিন কোথায় চলে' গেছে।

কথা নাকি তুলিয়াছ আজ,—
বিস্মৃত স্বপন মনে পড়ি
উদিছে বিষাদে ভরা লাজ।

বলি তবে ;—বেশী কিছু নয়—
জেগেছিল যৌবন-উষায়,
(অমন সবারি জেগে থাকে)
সুপ্ত আত্মা শত কামনায়।

আত্মা যবে জেগে উঠে কভু,
রক্ত মাংস হয় বিস্মরণ,
জগৎ সে ভাবে আত্মময়,
আকাঙ্ক্ষার চিন্তে না মরণ।

দুই পদ হ'তে অগ্রসর,
পায়ে লাগে পাষাণের বাধা,
একটি কামনা নাহি পূরে,
বাকী যার থাকেনাকো আধা।

এ নহেতো কামনার দেশ,
রঙ্গভূমি শুধু কল্পনার,
আত্মায় আত্মায় হাসি খেলা
থাকে হেথা কত দিন আর।

দারিদ্র্য, দুর্গতি আসে কত,
স্নেহ-ঋণ অত্যাচারময় ;
কোন্ পথে যেতে চাহে মন,
ঘটনারা কোন্ পথে লয়।

জীবনের বসন্ত-উষায়
দেখেছিনু ছবি এক খানি—
ধরাতলে শান্তি মূর্ত্তিমতী,
জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী বীণাপাণি।

সরলতা পবিত্রতা মিশি
দিয়াছিল তার ভূষাবেশ ;
প্রতি দৃষ্টি আনিত বহিয়া
দূরতর স্বর্গের সন্দেশ।

দূর হতে দেখিতাম যবে,
দূরস্থ না ভাবিতাম তায় ;
মনে হ'ত কি যেন বাঁধন—
নিকটতা আত্মায় আত্মায়।

কথা বেশী শুনি নাই তার;
জীবন্ত সে নীরব মাধুরী,

নিকটেতে যে এসেছে কভু,
দিত তারে জীবনেতে পূরি ;
কথা তারে কহি নাই বেশী,
কাছ দিয়া যেত যবে চলি,
শ্রদ্ধা প্রীতি নীরবতা-রূপে
চরণে ঝরিত পুষ্পাঞ্জলি।

ঘটনার বিচিত্র বিধান,
কোথা হ'তে কোথা নিয়ে যায় ;
নিকটের বিমল বাতাস
পরশিল মলিন হিয়ায়।

সে মলয়-সমীর-পরশে
বিকসিল হৃদি ফুলবন,
বেড়ে গেল দৃষ্টির বিস্তার,
নিরখিনু জগৎ নূতন।

সত্যের মূরতি সমুজ্জ্বল
নিরখিনু ; দুরাচার কেহ,
দেখেছিল কমলে কামিনী,
পরশিয়া শ্রীমন্তের দেহ।

বাড়ে নিত্য দুর্নীতির ঘৃণা,
পুণ্যে প্রীতি বাড়ে প্রতিদিন ;
জীবনের খুঁজিলাম কাজ,—
এত দিন ছিনু লক্ষ্যহীন।

কিবা হয় লিখিলে, কহিলে ;
খাটে হাত হাতে কাজ দেখে,
হিয়া দেখি হিয়া বড় হয়,
মিছা লাজ মিছা সাজ রেখে।

সত্যের হইব অনুচর ;
দুষ্কৃতি, অনৈক্য, অত্যাচার,
মিছা মান, মিছা অপমান
দেখিব না রাখিব না আর।

দুরবলে পিশিছে সবল,
পূজা লয় প্রকৃতি চণ্ডাল,
ব্রহ্মচর্য্য নামের আড়ালে
নাশে কত ইহ পরকাল।

পীড়িতের ঘুচাইব ভার,
প্রতিষ্ঠিব ন্যায়-সিংহাসন,
পতিতের করিতে উদ্ধার

উৎসর্গ করিব তনু মন।

ত্যজিলাম দুর্নীতি প্রাচীন,
গেল ত্যজি স্বজনেরা যত ;
পিছুপানে না করি ভ্রূক্ষেপ
চলিলাম নদীস্রোতঃ মত।
মাটি বলে পায়ে দলে এনু,
সংসারে যাহারে বলে ধন,
কাজে গিয়া ঠেকিনু, দেখিনু
সে মাটির আছে প্রয়োজন।
অনাথ অনাথাগণ শুধু
চাহেনাতো স্নেহের আশ্রয়,
ধন চাহি লাজ ঢাকিবারে,
জ্ঞান রত্ন করিতে সঞ্চয়।

বাড়ে শ্রম, টুটে দেহবল,
ঋণের উপরে বাড়ে ঋণ,
অবশেষে—অবশেষে এল
জীবনের অন্ধকার দিন।

সমাজের শুভ চাহে যারা,
সমাজ না তাহাদের চায় ;
পরহেতু সরবস্ব দিয়া,
উপেক্ষা লাঞ্ছনা তারা পায়।

বর্ষ বর্ষ বিশ্বাস করিনু,
দেখি কেহ বিশ্বাসেনা, হায় !
যাহাদেরে হৃদয়ে ধরিনু,
দেখি তারা পায়ে ঠেলে যায়।

কারাগারে চলিতেছি যবে,
সহোদর ধূলি-মুষ্টি দিয়া—
খুলে দিয়া হাতের বন্ধন,
এ জীবন নিলেন কিনিয়া।

ভ্রাতার সে সস্নেহ ব্যভার,
নিরন্তর মাতৃ-অশ্রুজল,
ভাসাইতে চলিল পশ্চাতে,
মতি গতি করিল চঞ্চল।

শিথিলিত উৎসাহ আমার,
মুছিল না তবু ছবি খানি ;

তার ছায়া অংশ জীবনের,
বেদ মম সে মুখের বাণী।
সে মুখের আধ খানি কথা
শ্রান্ত প্রাণে দিত নব বল ;
সে আত্মার অগ্নিময় বলে
টুটে যেত মায়ার শিকল।
সে রসনা রহিল নীরব,
সে দেবতা বাড়াল না হাত,
উর্দ্ধবাহু মগ্নপ্রায় জনে
ভুলে না করিল দৃক্‌পাত।

নিশ্চেষ্ট নীরব পড়ে আছি,
পিতৃগৃহে তাহে উৎসব ;
দল ছাড়ি গেছে সেনা এক,
এ দিকে উঠিল জনরব।
বন্ধু কেহ সুধালনা আসি,
দুর্ব্বলতা বুঝিল সময় ;
আপনার—যারা আপনার
এক রক্তে, আর কেহ নয়।

কাব্য-গত নায়িকার মত,
সে আমার কল্পনার দেবী,
কে জানে সে চাহে কি না পূজা,
দূর হ'তে চিরদিন সেবি ;
তার সাথে কামনার যোগ,
চিন্তাগত কুসুমের পাশ—
এযে মাংস-রুধিরের টান,
সত্য স্নেহ, নিত্য সহবাস।

ভাবনা জাগাত কতরূপ
স্নেহমাখা জননীর স্বর ;
সে আমার উদ্দীপ্ত শিখায়
আহুতি দিতেন সহোদর।—
"অধীনতা—যেথা ছোট বড়,
যেথায় সমাজ—অত্যাচার ;
এ সংসার আপনি এগোবে,
আগু পাছু থাকে যদি তার।
"আমাদের মিছা এ সংগ্রাম,
পুরাণে নূতনে ছাড়াছাড়ি,—

পিতাপুত্রে সৃজিয়া বিচ্ছেদ,
বিশ্ব-প্রেম মিছা বাড়াবাড়ি।

"কি অশুভ শুভ নাহি জানি,
পুণ্যাপুণ্য বিধির বিধান ;
যে দিকের বেশী সেনা-বল,
সে দিকে স্বয়ং ভগবান্‌।

"অশুভ সে অক্ষয় অমর,
কেন মিছা যুঝ তার সাথ,
তার সাথে করিতে সমর,
স্বজনে করিছ অস্ত্রাঘাত ?

"কোথা কে অনাথ কাঁদে বলে,
ফেলে গেলে আপনার জন ;
মায়েরে ভাসালে নেত্র-জলে
কার অশ্রু করিতে মোচন ?"

জীবনের চারিধারে, বোন্‌,
বাঁধা আছে অদৃশ্য শৃঙ্খল ;
দুই পদ হ'তে অগ্রসর
আছাড়িয়া পড়ে দুরবল।

সংসারী হইব তবে,
সংসারে কিনিব মান যশ,
ভাবুকতা দূর করি,
সুখ শান্তি করিব স্ববশ।
ভাবিলে ভাবনা আসে,
সদসৎ নিখুতির মাপে
সদাই মাপিতে গেলে,
এ জীবন ফুরাবে বিলাপে।

ছেদিয়া সবল পক্ষ, ভুলাইয়া নীলাকাশ,
মলিন ধূলির মাঝে নিক্ষেপিনু অভিলাষ।
স্বজনের সাধ পূরাইতে
শিশু পত্নী উজলিল ঘর,—
এ জগতে কে শুনেছে কবে,
আত্মায় আত্মায় স্বয়ম্বর ?
কোন মতে দিন চলে যায়,
উপার্জ্জন অশন শয়ন,
কাজ এবে। অন্ধকার দেখি,
মুদে থাকি মানস-নয়ন।

সহসা স্বপন মাঝে কভূ
মনে পড়ে মুখ সমুজ্জ্বল
পরিচিত গ্রন্থের পাতায়
ঢালিতেছে নয়নের জল।
অধ্যয়ন সমাপ্ত আমার ;—
দর্শন অন্ধের অনুমান,
শাস্ত্র কি যে বুঝিত চার্ব্বাক,
কবিতাতো স্বপন সমান।

সংসারী হইনু, লয়ে
ষোল আনা সংসারের জ্ঞান,
অশান্তিতো ঘুচিল না,
না পাইনু সুখের সন্ধান।
কার লাগি করি উপার্জ্জন ?
এত অর্থ নহিলে কি নয় ?
আলস্যের উদর পূরাতে
সময় শক্তির অপচয় !
অলঙ্কারে সহধর্ম্মিণীরে—
কি বিদ্রূপ জানে অভিধান !—

অলঙ্কারে গৃহিণীরে মোর
ঢাকিয়াছি, নাহি আর স্থান।
দেহ ভরা স্বর্ণ মুকুতায়,
শূন্য মন,—তার দোষ নাই ;
খেলাইতে খেলনা কিনেছি,
আমি আর বেশী কেন চাই ?
সেতো কিছু বেশী নাহি চায়,—
বেশীর কি আছে তার জ্ঞান ?
সে কি জানে এ জীবন মোর
যৌবনের প্রেমের শ্মশান ?
সে কি জানে কি প্রেম-ভাণ্ডার
পুরুষের বিশাল হৃদয় ?
সে কি জানে নিজ-অধিকার
কি বিস্তৃত, কি শকতিময় ?
বুঝালে কি বুঝিবে আমার
অতীত সমর পরাজয় ?—
এ আমার বিলাস-সাধন,
আত্মার সঙ্গিনী এতো নয়।
এক দিন বেলা শেষে এই সরোবর-কূলে,

বসে' আছি নিরুদ্বেগ, সহসা হৃদয়-মূলে
কেমন পড়িল টান। সরসীর স্থির জলে
তীর-তরু-ছায়া-সম, আমার হৃদয়-তলে
জাগিল সুন্দর ছায়া, পরিচিত, অচঞ্চল,
উজ্জ্বল আনন শান্ত, নাহি হাসি অশ্রুজল।
স্থির-দৃষ্টি চেয়ে আছে, বিশাল নয়ন দিয়া
নীরবে হেরিছে যেন আমার পঙ্কিল হিয়া।
সদাই ভুলিতে চাহি—ভুলিয়াছি ; ফের কেন,
শান্ত ছায়া, স্থির দৃষ্টি, আমারে বাঁধিছে হেন ?
প্রেমহীন, শান্তিহীন, সুখলুব্ধ যেথা চাই,
হেরি সে মধুর কান্তি, হাসি নাই, অশ্রু নাই।

তিষ্ঠিতে নারিনু আর, মুগ্ধ ক্ষিপ্ত এ হৃদয়,
প্রেমহীন, শান্তিহীন, নিরাশ-পিপাসাময়,
কোথা নিয়ে গেল মোরে। আসিনু উদ্দেশে যার,
কোথায় সে ? ম্লান গৃহ, নিরানন্দ পরিবার।

কেহ কিছু কহিল না ;
আমি যেন কেহ সে গৃহের
সকালে গেছিনু চলে',
সন্ধ্যাশেষে আসিয়াছি ফের,

ঘুরি ঘুরি রৌদ্রতাপে,
সহি দুঃখ ক্লেশ উপবাস।
করুণা সবারি মুখে,
ছিল যেথা আদর সম্ভাষ।

এত বর্ষ গেছে চলে'—কল্পনা স্বপন সে কি?
সেও কি গিয়াছে দূরে? ক্ষণ পরে ফিরিবে কি?
সে হাতের রেখাঙ্কিত যতনের গ্রন্থগুলি
হেথায় হোথায় পড়ে,' কেহ নাহি পড়ে তুলি।
ছবি পড়ে' আধা আঁকা, তন্ত্রীগুলি নাহি বাজে,
গৃহের জীবন সেই ব্যস্ত কোথা, কোন্ কাজে?—
কারে জিজ্ঞাসিনু যেন; নীরব ধিক্কার রাশি
সকলের আঁখি দিয়া আমারে ঘিরিল আসি।

সহসা ছুটিল ঘুম, দ্বিগুণিতে দুঃখ-ভার,
কোন মন্ত্রে খুলে গেল অর্গলিত শত দ্বার।
অন্ধকার গৃহে মোর কত দৃষ্টি কত কাজ
অচেনা সঞ্চিত ছিল, আলোকে চিনিনু আজ।

সে প্রাণের কত ভাব আমাতে খুঁজিত ভাষা,
আমাতে খুঁজিত সিদ্ধি সে প্রাণের কত আশা;

দিব্যদৃষ্টি, চাহিত, সে, সবল চরণ মম ;
আশ্রয় খুঁজিত অগ্নি আমাতে ইন্ধন সম।
চিন্তা, দৃষ্টি, আশা, আর অসীম আকাঙ্ক্ষা হয়ে,
সে মোরে দেখাবে পথ, আমি তারে যাব লয়ে!

মৃদুল-ললিত-লতা, ভগন প্রাচীর বাহি',
ঢাকি তার জীর্ণ দেহ উঠিছে আকাশ চাহি',
সে শোভা ক'দিন থাকে ? দু'দিনের বর্ষবাত,
অসার নির্ভর সেই সহসা ধরণীসাৎ ;
তার পতনের ভারে গেছে প্রাণ লতিকার—
এইতো আমার কথা—বেশী কিছু নাহি আর।

মহাশ্বেতা।

শ্রী * * *

করকমলেষু

সাহিত্যের সুন্দর কাননে, এক সাথে দোঁহে,
গন্ধর্ব্ববালিকা নেহারিয়া মুগ্ধ তার মোহে।
তুমি আমি দূরে দূরে আজ, সতীর্থ আমার,
এক সাথে সে কাননে মোরা পশিব না আর।
একলাটি বসে থাকি যবে আধেক নিদ্রায়,
অচ্ছোদের তরুণ তাপসী দেখা দিয়া যায়;
হেরি তার সজল নয়ান, শুনি মৃদু কথা,
বুঝি তার প্রণয় গভীর, নিদারুণ ব্যথা।
শুনিয়াছ যে গীতলহরী আর একবার
শুনিবে কি,—লাগিবে কি ভাল
ক্ষীণতর প্রতিধ্বনি তার?

২৯ শে জুন, ১৮৮৬।

মহাশ্বেতা।

মৃদু বাষ্পাকুল কণ্ঠে, সজল নয়নে,
চন্দ্রাপীড়-অভিলাষ করিতে পূরণ,
কহে গন্ধর্ব্বের বালা, রোধি শোকোচ্ছ্বাস,
থামি থামি, থামে যথা বাদক-অঙ্গুলি
ছিন্নতন্ত্র বীণা মাঝে যুজিবারে তার।

বালিকা আছিনু আমি—হৃদয় আমার
কলিকা প্রস্ফুট পুষ্প এ দুয়ের মাঝে,
এক রতি আলো কিম্বা ঈষৎ সমীরে,
আজ কিবা কাল যেই উঠিবে ফুটিয়া,
হেন কুসুমের মত,—লালিত যতনে।

এক দিন সখী লয়ে, জননীর সাথে,
অচ্ছোদের স্বচ্ছ জলে করিবারে স্নান,

চলিলাম গৃহ হ'তে। করি স্নান শেষ
জননী মগনা যবে শিব-আরাধনে,
সরসীর তীরে বসি রহিনু দেখিতে
তীর-উপবন-ছায়া, তরুণ রবির
উজ্জ্বল-মধুর-কর-বিম্বিত-সলিলে।
বসে আছি সরস্তীরে, মৃদু সমীরণে
ধীরে ধীরে ঝরিতেছে বকুলের ফুল,
নহে অতিদূরে এক হরিণের বালা
নির্ভয়ে করিছে খেলা জননীর পাশে ;—
হেন কালে কোথা হতে হরিণ-বালক,
তৃষিত সলিল আশে, কিবা পথ ভুলি,
দেখা দিল ; নেহারিতে হরিণীর খেলা
থমকি দাঁড়াল সেথা ; তরল বিশাল
চারিটি মধুর আঁখি রহিল নিশ্চল।
সহসা হরিণী-মাতা কর্ণ উত্তোলিয়া
ত্রাসে যেন প্রবেশিল ঘন বনমাঝে :
শিশু তার ধীরপদে যেন অনিচ্ছায়
আপনারে লয়ে গেল জননীর পাছে ;
অপর তৃষিত-নেত্র, আপনা বিস্মৃত
নিস্পন্দ রহিল তথা—কোথা হতে, আহা !

অদৃষ্ট করের শর বিধিল তাহায়।
পড়িল বরাক ;—আমি উঠিনু কাঁদিয়া,
সখীরে লইয়া গেনু মৃগশিশু-পাশে,
করিনু সলিল সেক, তুলিলাম শর,
কোলে লয়ে দেহে তার বুলাইনু হাত।
বাঁচিল না মৃগ। শেষে গেলাম খুঁজিতে
ক্রূর ব্যাধে।
দুই পদ হ'তে অগ্রসর,
কি এক সৌরভে পূর্ণ হ'ল দিক্ দশ।
চাহিলাম চারিভিতে ; দক্ষিণে আমার
দেখিলাম দুটি দিব্য ঋষির কুমার,
শুভ্রবেশ, আর্দ্রকেশ, অক্ষমালা হাতে।
যে জন তরুণতর, কর্ণোপরি তার
অপূর্ব্ব কুসুম এক, সৌরভে শোভায়
অতুলন, দেখি নাই জীবনে তেমন।
এক দৃষ্টে চেয়ে আছি কুসুমের পানে,
কিম্বা সে কুসুমধারি লাবণ্যের ভূমি
মুখ পানে—এক দৃষ্টে আপনা বিস্মৃত—
কতক্ষণ ছিনু হেন না পারি বলিতে—
সহসা স্বপনোত্থিত শুনিনু শ্রবণে

মৃদুবাণী, নিশীথের বেণু বিনিন্দিত—
"অয়ি বালে পারিজাত ইচ্ছিত তোমার ?"
"পারিজাত ? স্বরগের পারিজাত এই ?
তাই হবে, দেখি নাই জনমে এমন—"
অর্দ্ধেক স্বপনে যেন উচ্ছারিনু ধীরে।
"এই পারিজাত, দেবি, শোভা পাবে অতি
তব কর্ণে ; সুদর্শনে, লহ অনুগ্রহে।"
এত বলি উত্তোলিয়া সুভুজ মৃণাল,
উন্মোচিয়া কর্ণ হ'তে নন্দন-কুসুম,
ধরিলা সম্মুখে মম। আমি মুগ্ধ অতি
সুঠাম সুন্দর সেই দেবমূর্ত্তি পানে
বিস্মিত রয়েছি চেয়ে ; কুমার আপনি
আগুসারি কর্ণে মম দিলা পরাইয়া
সেই ফুল, অতি ধীরে ; একটি অঙ্গুলি,
কম্পমান, পরশিল কপোল আমার,
নেত্রদ্বয় স্বপ্নময় রহিল চাহিয়া
মম মুখ ; বাম হস্তে ছিল অক্ষমালা,
গলিয়া পড়িল ধীরে মম পাদমূলে।

"পুণ্ডরীক !"—শরতের মৃদু বজ্রধ্বনি

ধ্বনিল শ্রবণে, দোঁহে তুলিনু নয়ন।
"যাই, সখে।"—একবার তৃষিত সে আঁখি
মিলিল আঁখিতে পুনঃ, নমানু আনন
লাজ ভয়ে; পদ প্রান্তে দেখি অক্ষমালা,
তুলিনু, পরিনু গলে। ডাকিল সঙ্গিনী,
চলিলাম তার সাথে কম্পিত চরণে;
কাঁপিতে লাগিল হিয়া সুখে, দুঃখে, ভয়ে।

শুনিনু পশ্চাতে সেই ধীরমতি যুবা
করিছেন তিরস্কার; থামিলাম যবে
উত্তরে শুনিনু মৃদু—"কিছু নয়, সখে,
বৃথা অভিযোগ তব। চপল-বালিকা
ক্রীড়নক ভ্রমে মালা নিয়াছে আমার,
ফিরিয়া লইব হের—অয়ি চাপলিনি,
দেহ মম অক্ষমালা।"—তার পর ধীরে—
"পারিজাত শোভা পায় চারু অংসোপরি;
সাজে কি এ অক্ষমালা, মুনিজনোচিত,
সুকুমারী কুমারীর সুকোমল দেহে?"

খুলিলাম ধীরে ধীরে কণ্ঠের মালিকা;

মুহূর্ত্ত বিলম্ব করি দুটি কথা শুনি,
সাধ মনে ;—কিন্তু যবে হেরিনু সম্মুখে
তেজস্বী তরুণ ঋষি স্ফারিত লোচনে
নেহারিছে উভয়েরে, ভয়ে মৃতপ্রায়
ফিরাইয়া দিনু মালা ; বারেক চাহিয়া,
দ্রুতপদে ফিরিলাম সঙ্গিনীর সাথে।
লজ্জায় রক্তিম মুখ, ছলছল আঁখি,
একখানি ছবি হৃদে রহিল অঙ্কিত।

ফিরিলাম গৃহে। এক নূতন বিষাদ
সুখের জীবন মম করিল আঁধার।
জননী বিস্ময় নেত্রে চাহি মুখ পানে
জিজ্ঞাসিলা—"কি হয়েছে বাছারে আমার?"
নারিনু কহিতে কিছু, বরষিল আঁখি
অবিরল অশ্রুধার। জননীর কোলে
নীরবে লুকায়ে মুখ রহিনু কাঁদিতে।
সহচরী তরলিকা কহে জননীরে—
"অচ্ছোদের তীরে আজ ভর্ত্তৃকন্যা মম
দেখেছেন মৃগশিশু সুন্দর সবল
অলক্ষ্য ব্যাধের শরে বিদ্ধ, নিপাতিত।"

জননী সস্নেহে মুখ করিলা চুম্বন,
সজল নয়নে চাহি ভবিষ্যের পানে
কহিলা অস্ফুট রবে, "দেব উমাপতি,
কুসুমপেলব হিয়া সহজে শুকায়,
জগতের যত দুঃখ ইহাদের তরে ;
রহে একাধারে করুণা, প্রণয়, দুঃখ।
স্নেহ দয়া মধু দিয়া গঠিয়াছ যারে
রেখ' সে কুসুমে মম চির অনাহত।"

শৈশব সহসা যেন যুগ-ব্যবহিত,
কল্যকার ধূলাখেলা হয়েছে স্বপন ;
ভাসিছে নয়নে এক দৃশ্য অভিনব—
সরোবর, তীরবন, দুঃখী মৃগশিশু,
সুর-কুসুমের বাস, নয়ন-মোহন
শোভা তার, ততোধিক পবিত্র উজ্জ্বল
ঋষি-তনয়ের মুখ, অপার্থিব স্বর,
স্বপ্নময় আঁখি, মৃদু কম্পিত অঙ্গুলি,
ভূশায়িনী অক্ষমালা—মুহূর্ত্তের তরে
স্পর্শে যার শ্বেত কণ্ঠ পবিত্র আমার।
চিন্তার আবেশে কণ্ঠে উঠাইনু কর—

একি এ ? দেবতা কোন জানি অভিলাষ
আনি দিলা কণ্ঠে পুনঃ অভীষ্ট ভূষণ ?—
বিস্মিতা চাহিনু পার্শ্বে তরলিকা পানে,
বুঝি মনোভাব সখী কহে মৃদুরবে—
"পুণ্ডরীক-সহচর নেহারি সম্মুখে,
অতি ত্রাসে আপনার একাবলী হার
দিয়াছ, রয়েছে গলে অক্ষমালা তার।"
কতবার শতবার চুম্বিলাম তায়,
মণি মুকুতার মালা কিছু না সুন্দর,
কিছু প্রিয়তর মম রহিল না আর।

নীরবে নিরখি মোরে, ভাবি কিছুক্ষণ,
অগ্রসরি তরলিকা কহিল আবার—
"শুন, দেবি, অনুপম তাপস তরুণ
দিয়াছেন পরিচয় ; জান, দেবি, তাঁয়
দেব-ঋষি মহাতপা শ্বেতকেতু-সুত,
মানবী-সম্ভব নহে, লক্ষীর নন্দন।"

রবি অস্ত যায় যায় ; হৃদয়ে আমার
শত তরঙ্গের ক্রীড়া থামিতেছে ধীরে ;

আলু থালু শত চিন্তা ভাঙ্গিয়া ছিঁড়িয়া
একটি মধুর স্পষ্ট জীবন্ত স্বপন
খেলাইছে শান্তি-চিতে ; একটি সঙ্গীত
মৃদুতম,—অতিদূর গ্রামান্তর হতে
নিশীথে ভাসিয়া আসে যেমন লহরী,
কাঁপায়ে শ্রোতার সুপ্ত হৃদয়ের তার,—
এহেন সময়ে কহে আসি প্রতিহারী,
"তাপস কুমার এক মূর্ত্ত ব্রহ্মতেজ,
অচ্ছোদে পাইয়া তব একাবলী হার
আনিয়াছে প্রদানিতে, যাচে দরশন।"
সেইক্ষণে চিন্তাকুলা জননী আমার,
অসুস্থা শুনিয়া মোরে আইলা সেথায়,
লাজে ভয়ে না দেখিনু ধীর কপিঞ্জলে।

শুনিলাম সন্ধ্যা-শেষে তরলিকা-মুখে,
পুণ্ডরীক প্রাণ মন সঁপিয়াছে মোরে,
হৃদয়ের বিনিময়ে না পেলে হৃদয়,
বাঁচিবে না পুণ্ডরীক তাপস তরুণ।
সুখে দুঃখে যুগপৎ কাঁদিল নয়ন ;
জীবনে আমার যেন নবযুগ এক

আরম্ভিল সেইক্ষণে ; সেই দিন যেন
সহসা জীবন কলি উঠিল বিকসি।
অনভ্যস্ত রবিকর, শিশির সমীর,
হৃদয়ে নূতন ব্যথা আনন্দ নূতন।

শুক্লা সপ্তমীর চাঁদ মেঘান্তর ছাড়ি
সহসা উঠিল হাসি, তার দিকে চেয়ে
যুক্ত-করে কহিলাম—"সাক্ষী তুমি, পিতঃ,
শশাঙ্ক রোহিণীপতি, আজি এ হৃদয়
সঁপিতেছে পুণ্ডরীকে তনয়া তোমার ;
সুখে, দুখে, গৃহে, বনে, যৌবনে, জরায়,
আমি তাঁর আমি তাঁর জীবনে মরণে।"

স্বপনে কাটিত দিবা, আয়ামি-যামিনী,
সুদীর্ঘ স্বপন এক, মধুর অথচ
নহে অলসতাময়। নিতি নিতি আমি
আহরি পূজার পুষ্প অন্তঃপুরোদ্যানে,
সম্মার্জ্জনী লয়ে নিত্য দেবালয়গুলি
মার্জ্জিতাম নিজ হস্তে ; সুরভি প্রদীপ
সন্ধ্যাগমে সাজা'তাম জ্বালি, থরে থরে ;

সেঁচিতাম বারিধারা তুলসীর মূলে।

প্রতিক্ষণে অনুভব করিতাম মনে,
উদ্বেলিত হৃদয়ের প্রীতিরাশি মম
হইতেছে উপচিত, সদা প্রসারিত ;
সকলি লাগিছে ভাল ; সখী দাসীজন,
মৃগ পক্ষী, উদ্যানের প্রতি তরু লতা,
প্রিয়তর প্রতিক্ষণে ; যে প্রেম-প্রবাহ
প্রবাহিত বেগভরে পুণ্ডরীক পানে,
যাইছে সে বিলাইয়া বারি তীরে তীরে।

কহিত স্বজনগণ চাহি' পরস্পরে—
"দেখ চেয়ে, মহাশ্বেতা কৌমুদী-বরণা
শশী-সম প্রতিদিন লাবণ্যের কলা
লভিতেছে নব নব।"—জননী আমার
সস্নেহ তরল নেত্রে থাকিতেন চাহি'
মুখপানে।
ভাবিতাম, পুণ্ডরীক মম
শুভ্র-অরবিন্দ-সম শোভন, বিমল ;
হইব কি আমি কভু উপযুক্ত তাঁর ?

কেন হয়েছিল রূপ ? কি কাজে
তপস্যায় দগ্ধপ্রায় এই দেহ মম
হোক ভস্মীভূত, তাঁরে দেখি এ

পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র উদিত গগনে
হাসে যত দিগ্‌বধু জলস্থল-সহ।
সারাদিন ধরি' কেন হৃদয় আম
প্রপীড়িত ছিল অতি বিষাদের
সখীরা তুষিতে মোরে, বীণা বা
চন্দ্রালোকে গাহে গান শ্বেত-সে
হেনকালে জটাধারী, বল্কলবসান
মলিন-বদন-রুচি, সজল-নয়ন

দেখি, যদি ফিরে আসে ; চ

ধরি' তরলিকা-কর আকুল
চলিলাম গৃহ হ'তে। পুরদ্ব
সঙ্গিনী কহিল কাণে, "যাই
অজ্ঞাত জনের সহ অজ্ঞাত
নিশাকালে, গুরুজন-অনুমা
কেমনে ফিরিবে ? যবে দে
জানপদগণ, দেখি' কি কহি
হংসের দুহিতা তুমি, উচিত
উল্লঙ্ঘন রীতি নীতি ? যাই
মুহূর্ত্ত থামিনু আমি, কহিলা

লয়ে যায় আপনারে।
"কি কহিবে সবে !
মৃত্যুমুখে প্রিয়তম, কার ভয়ে ভীত ?"—
কহিলাম সঙ্গিনীরে—"ক্ষমিবেন পিতা,
নিষ্কলঙ্ক নাম লয়ে নিষ্কলঙ্ক আমি
ফিরিব আলয়ে পুনঃ, কেন ভয়, সখি ?"

আসিনু অচ্ছোদ-তীরে, দেখিনু অদূরে,
কাঁদিছেন কপিঞ্জল হাহাকার রবে,
কোলে করি সুহৃদের মৃত শুভ্র তনু ;
চেয়ে চেয়ে চারিদিক্ হেরিনু আঁধার।

নয়ন মীলিনু যবে, শূন্যতার মাঝে,
নিরখিনু আপনারে তরলিকা-ক্রোড়ে,
স্থির অচ্ছোদের নীর স্থির তারারাজি,
উজ্জ্বল চাঁদের আলো, উদাস হৃদয়।
কহিলাম, "সহচরি, স্বপনে কি আমি ?
এ যে অচ্ছোদের তীর, কোথা প্রিয়তম ?"—
কাঁদিল সঙ্গিনী, মনে পড়িল সকল।
রোধিলাম নেত্রবারি, প্রিয়তম-সনে

ন্ত পাদচার, এস ধী
আগে যাই, সখা এক
বলিতে কোথা হ'ল
বিমূঢ় আমি রহিনু নি
র মাঝে হৃদয়ে আসিল
নির্দ্দোষ চিতে কর্ত্তব
হেন, রৌদ্রবেগে, ক
-ক্ষুণ্ণ মার্গ, নূতন পন্থা

ত্যজিব সংসার, তবে কাঁদিব কি হেতু ?
জিজ্ঞাসিনু—"কপিঞ্জল নিয়াছে কোথায়
আর্য্যপুত্র-মৃতদেহ ? চিতায় তাঁহার
দিব এই কলেবর।"—
কহে তরলিকা,
"শশাঙ্ক-ধবল-জ্যোতিঃ পুরুষ মহান্
শূন্য পথে নিয়া গেছে পুণ্ডরীক-দেহ ;
কপিঞ্জল অনুপদে গিয়াছে তাঁহার ;
বিস্ময়ে বিমুগ্ধ আমি, ভয়ে অর্দ্ধমৃত।"

বিমূঢ় উন্মত্তবৎ হাহাকার করি
কাঁদিলাম, দিক্‌পাল-দেবগণ-পদে
যাচিলাম সকাতরে প্রাণেশে আমার ;
কেহ নাহি দিল দেখা, না সে কপিঞ্জল।

উদ্দেশে প্রণাম করি পিতৃ-মাতৃ-পদে,
করিলাম আয়োজন অনুমরণের ;
সহসা শুনিনু বাণী মধুর গম্ভীর ;—
"ক্ষান্ত হও, বৎসে, রক্ষ জীবন তোমার ;
মর দেহী, অমর প্রণয় নিরমল ;

ব্যর্থ না হইবে বিশ্বে প্রেমের পিয়াস্।
"শুন বৎসে, যারে ভালবাস, তার লাগি
ভালবাস তার প্রিয় জীবন তোমার ;
সাধিয়া সমাধি-ব্রত কর নিরমল
হিয়া তব, পুণ্যবতি। ভালবাস যারে,
ভাল তারে বাস, সতি, বিরহে মিলনে,
চিরকাল, মরণের এপারে ওপারে।
প্রণয়ের পথ ইহ দুঃখ-সমাকুল,
কঠিন প্রণয়-ব্রত, তপস্যা দুশ্চর।
তার পর—বিশ্বদেব প্রেমের আকর—
প্রণয়ের মনোরথ পূরিবে তোমার।
কার সাধ্য করে ভিন্ন প্রণয়িযুগলে ?
কালের অজেয় প্রেম, প্রেম মৃত্যুঞ্জয়।"
ইতি অশরীরি-বাণী বহিল গগনে ;
চাহিলাম ঊর্দ্ধ নেত্রে ; দশ দিক্ হতে
কৌমুদীর স্রোতঃ সনে আসিল ভাসিয়া—
"কালের অজেয় প্রেম, প্রেম মৃত্যুঞ্জয়।"

বিশ্বসিন্ধু দৈববাণী, মুগ্ধ ইন্দ্রজালে ;
উন্মত্ত হৃদয়ে আশা কহিল আমার—

ফিরিবেন প্রিয়তম পুণ্ডরীক মম।

আর না ফিরিনু গেহে ; এই বনভূমে
তদবধি করি বাস ব্রহ্মচর্য্য লয়ে,
মৃত-প্রিয়তম-আশে পূজি মহেশ্বরে।
জনক জননী মম কাঁদিছেন পুরে—
একটি সন্তান আমি ছিনু তাঁহাদের—
কেমনে ফিরিব ঘরে বিধবা কুমারী ?
দিন, মাস, বর্ষ কত হয়েছে বিলীন
অতীতের মহাগর্ভে ; নাহি জানি কবে
হেরিব সে প্রেমময় মূরতি মধুর—
মরণের পূর্ব্বতীরে হেরিব কি কভু ?

প্রতি পূর্ণিমায় চাহি' সুধাকর পানে
স্মরি সেই দৈববাণী। কভু মনে হয়,
সকলি কল্পনা মম ; প্রার্থিত আমার
মিলিবে না এ জীবনে ; তেয়াগি শরীর
যাই চলে ; "বাঁচিবারে অতি অভিলাষ
জানি ওর, বেঁচে তবে থাক্ তপস্বিনী।"—
ভাবি এই, কোন দেব ছলিলা আমায় ;

ছলিল দুরাশা মোরে—যাই চলে যাই।
আবার হৃদয় মাঝে বাজে দিব্য স্বরে,
"কালের অজেয় প্রেম, প্রেম মৃত্যুঞ্জয়।"

পুণ্ডরীক।

পুণ্ডরীক।

আনন্দ প্রবাহ বহে গন্ধর্ব্ব-নগরে,
সুখী হংস চিত্ররথ সহ-প্রজাকুল
যুগ্ম পরিণয় হেরি,—বারিদ-বর্ষণে
সুখী যথা কৃষকেরা অনাবৃষ্টি-শেষে।

তৃতীয় বাসরে যবে পুরজনগণ
হাসিছে খেলিছে রঙ্গে, শ্বেতকেতু-সুত,
চির নিরজন-প্রিয়, কহিলা সাদরে,
"চল, প্রিয়ে, অচ্ছোদের শ্যাম তীর-বনে
আশ্রম-কুটীরে তব। যাপিব সেথায়
দিবা দোঁহে; নিরখিব অনাকুল প্রাণে
হরষের, বিষাদের, অশান্তির মম
প্রাক্তন জনমের, মরণের ভূমি,
পবিত্র প্রেমের তীর্থ রচিত তোমার।"

স্ফটিক-বিমল-নীরা সুন্দর সরসী—
রমার বিহারভূমি, ফুল্লকমলিনী,
সৌরভ-জড়িত-মৃদু-বায়ু-বিতাড়িত,
বিহগ-সঙ্গীত-পূর্ণ, শ্যামল কানন
নেহারিছে জায়াপতি অনুরাগ ভরে ;
স্বপনের মত ভাবে অতীতের কথা।
উভয়ের আঁখি চাহে উভয়ের পানে,
নেহারিয়া অতীতের প্রতি অভিজ্ঞান।
"এই শিলাতলে একা," কহে মহাশ্বেতা,
"প্রতি পূর্ণিমায় অশ্রু ঢালিয়াছি আমি"—
"ওই লতাবনে আমি উন্মত্তের মত
দ্বিতীয় জনমে এক অপহৃত মণি
খুঁজিয়াছি ; বুঝি নাই কি যে খুঁজিয়াছি—
তোমারে খুঁজেছি, প্রাণ, জন্ম জন্ম ভরি।
জন্ম-জন্মান্তর পরে ফিরিনু যে আমি,
ফিরিনু তোমার, দেবি, তপস্যার ফলে,
ভুঞ্জি বহু দুঃখ ক্লেশ, দুর্গতি অশেষ,
অশাসিত জীবনের নিয়তি দুর্ব্বার।
তুমি ছিলে, তুমি ভালবেসেছিলে বলে'
শতজন্ম-ক্লেশ হ'তে পেয়েছি নিস্তার,

প্রিয়তমে, পুণ্যময়ি, রমণীললাম।"
 সস্নেহ তরল কণ্ঠে, দ্রবীভূত আঁখি
রাখি' পুণ্ডরীক পানে, কহিলা রমণী,
"ভুঞ্জিয়াছ যত কষ্ট অভাগীর লাগি,
প্রিয়তম। মম দোষে ভুঞ্জিয়াছ পুনঃ
তৃতীয়-জনম-দুঃখ। আকুল হৃদয়ে,
সাশ্রুনেত্রে নিশি দিন কল্পনার পটে
আঁকিয়াছি দূরস্থিত জীবন তোমার,
আশার বিষাদে বর্ষ গেছে বর্ষপরে।
অতীতের কথা, প্রিয়, আছে কি গো মনে?
অল্পমাত্র শুনিয়াছি কপিঞ্জল-মুখে।"
 "জীবনের ইতিহাস শুন, দেবি, তবে;
দেখ, কোন্ কুলাধমে প্রেমামৃত দানে
অমর করেছ তুমি, প্রেম-পুণ্যময়ি।"

১

বিশাল ক্ষীরোদ সরঃ পদ্মসমাকুল,
সর্ব্ব ঋতু ভরি লক্ষ্মী নিবসেন যথা,
সেই সরে এক দিন পদ্মদল-মাঝে,
তীরে যবে ঋষিগণ নিমগন ধ্যানে,
সহসা কাঁদিল এক শিশু সদ্যোজাত।
বৃদ্ধ দ্বিজ এক জন কহিয়াছে শেষে,
দেখেছে সে বাহু এক মৃণাল-নিন্দিত,
অস্ফুট-কমল-সম কর সুকুমার,
রাখি' শিশু ফুল্ল-সিত-অরবিন্দ-দলে,
লুকাইতে সরোজলে পলকের মাঝে।

শিশুর কাতর রবে পূর্ণ পদ্মবন ;
ধ্যান-মগ্ন ঋষিগণ সমাধি-বিহ্বল,
কেহ না শুনিলা কর্ণে ; ইন্দ্রিয় সকল

ছাড়ি' নিজ অধিকার, প্রভুর আজ্ঞায়
মিলিয়াছে অন্তর্দ্দেশে।

একা শ্বেতকেতু
সহসা মীলিলা আঁখি, অতি ক্ষুব্ধ চিতে।
তপোধন ঋষিগণ, মূর্ত্ত ব্রহ্মতেজঃ,
তপোভঙ্গে মেলি' আঁখি-নয়ন-শিখায়
করেন অঙ্গারশেষ ধ্যান-বিঘাতকে।
দয়ার আধার দেব-ঋষি শ্বেতকেতু,
অনুক্ষণ আর্দ্রীভূত স্নেহল নয়ন,
প্রশান্ত আননে তপঃ-প্রভা সুমধুর,—
শারদ আকাশে যথা পূর্ণ সুধাকর,—
মীলি' আঁখি দেখিলেন শ্বেত শতদলে
অসহায় ক্ষুদ্র শিশু কাঁদে ক্ষীণরবে।

"কা'র চেষ্টা ধ্যানভঙ্গ করিতে আমার?
ক'ার মায়া? ইন্দ্র সদা ভীত তপোভয়ে;
কি ভয় আমারে? আমি আকাঙ্ক্ষাবিহীন,
নাহি চাহি স্বর্গ-সুখ তপস্যার ফলে;
আপনারে প্রভু হ'তে চাহি নিরন্তর,
উৎসর্গিতে প্রাণ মন চাহি ব্রহ্মপদে;

আমারে ছলিছ কেন ত্রিদশের পতি ?”—
মৃদুস্বরে বলি’ হেন, আরম্ভিলা পুনঃ
ধ্যান-যোগ ; কর্ণে পুনঃ করিল প্রবেশ
শিশুর রোদন-ধ্বনি, অস্ফুট কোমল।
আবার মীলিলা আঁখি ঋষি পুণ্যবান্,
কহিলা,—“আকাঙ্ক্ষাহীন হৃদয় আমার,
নাহি চাহি তপোবল, কিসের লাগিয়া
উপেক্ষা করিব হেন শিশু অসহায় ?
ব্রহ্ম-দরশন মাত্র আকাঙ্ক্ষিত মম ;
হৃদয় চঞ্চল এবে বাৎসল্যের ভরে,
চঞ্চল হৃদয়ে ছায়া পড়িবে কি তাঁর ?
অথবা এ চঞ্চলতা প্রেম-জলধির
একটি বুদ্বুদ-লীলা হৃদয়ে আমার।
ঈষৎ সমীরে যদি দোলে পদ্মদল,
অমনি অতলহ্রদে হারাবে জীবন
ক্ষুদ্র শিশু, বিধাতার হস্ত-নিরমিত।”

সন্তরিয়া মধ্যজলে আইলা তাপস,
ধীরে ধীরে এক হস্তে তুলি শিশু-তনু,
এক হস্তে সঞ্চালিয়া শুভ্র বারি-চয়,

উত্তরিলা সরস্তীরে।

প্রবেশিলা যবে
তপোবনে তপোধন, নিরখি কৌতুকে
প্রতিবেশী মুনিগণ হাসি জিজ্ঞাসিলা—
"কা'র পরিত্যক্ত শিশু আনিলা যতনে,
শ্বেতকেতো ? চিরদিন ব্রহ্মচারী তুমি,
তুমি সুপুরুষবর, মার ঋষিরূপী,
অথবা কুমার, দেব-কুমারী-বাঞ্ছিত।
তপঃ-প্রিয়, গৃহসুখে নহ অভিলাষী,
না লইলে দারা তেঁই ; নহিলে এখন
কুলের রক্ষক পুত্র, নয়নাভিরাম,
বাড়াত আশ্রম-শোভা। এতদিনে বুঝি
সুকুমারী স্নেহলতা লভিল জনম,
দুশ্চর-তপস্যা-শুষ্ক হৃদয়ে তোমার ;
আনিলে পরের শিশু করিতে আপন।
কহ, এ কাহার শিশু পাইলে কোথায় ?"

কহিলা তাপসবর,—

"রমার আলয়,
নিত্য-প্রস্ফুটিত-পদ্ম ক্ষীরোদ সরসে

পুণ্ডরীক শয্যা'পরি আছিল শয়ান
অলৌকিক শিশু এই ; রোদনে ইহার
চঞ্চল হইল হিয়া বাৎসল্যের ভরে।
সন্তরি' ইহারে বক্ষে ধরিনু যখন,
শুনিনু মধুর বাণী—প্রেমে পুলকিতা
লজ্জাবতী বধু যথা প্রথম তনয়ে
আরোপি প্রাণেশ-অঙ্কে কহে ধীরে ধীরে—
'মহাত্মন্, লহ এই তনয় তোমার।'
নিরখিনু চারিদিক্ ; স্বচ্ছ নীররাশি
হাসিছে অরুণালোকে, স্থির পদ্মবন
আমার উরস-ভারে পীড়িত ঈষৎ
দেখিলাম ; না দেখিনু নারী বা পুরুষ
জলমাঝে ; তীরে মগ্ন ধ্যান-আরাধনে
ঋষিবৃন্দ নেত্র মুদি'। উত্তরিয়া তীরে
দেখিলাম পরিচিত বৃদ্ধ এক দ্বিজে,—
জানি তাঁরে সত্যবাদী, জ্ঞানী, পুণ্যবান্,—
বিস্ময়-স্ফারিত নেত্রে নেহারিছে মোরে।
জিজ্ঞাসিনু, 'দ্বিজবর, বাণী সুমধুর
অমিয়-প্রবাহ-সম শুনেছ বহিতে
নীরব ক্ষীরোদ-তটে, অথবা গগনে ?'

'শুনি নাই বাণী, কিন্তু অলৌকিকতর
দেখিয়াছি দৃশ্য এক। দেখ নাই তুমি,
জ্যোতিময় কর শিশু ধরি পদ্মোপরি ?'—
কহিলা ব্রাহ্মণ। যবে ফিরি তপোবনে,
শুনিলাম অন্তঃকর্ণ প্রতিধ্বনিময়,
'মহাত্মন্, লহ এই তনয়ে তোমার'—
ঋষিগণ, নহে একি দেবতার লীলা ?'

সবিস্ময়ে ঋষিগণ আসি শিশু-পাশে
নেহারিলা মুখ তার, আশিসিলা সবে,
কহিলা, "সামান্য নহে এ শিশু-রতন;
গঠেছেন পদ্মাসনা মাধব-বাসনা
বিজনে নলিনীবনে মানসকুমার;
ভাগ্যবলে, পুণ্যফলে পাইয়াছ তুমি।"

বাড়িতে লাগিল শিশু পুণ্ডরীক নামে,
শ্বেত শতদলে জন্ম তেঁই অভিধান।
"স্নেহের শীতল উৎস, আনন্দ-কিরণ
বহিয়াছে যুগপৎ আশ্রম-কাননে ;"—
কহিতেন ঋষিগণ,—"ধন্য শ্বেতকেতু,

জীবন্ত সৌন্দর্য্য-তরু শূন্য তপোবনে
স্থাপিলা যতনে যেই, সরঃ মরুমাঝে।"
"হেন শোভা," শুনিয়াছি, কহিতেন তাত,
"শোভা পায় রমণীরে ; কান্তি পুরুষের
হইবেক ভীমকান্ত, বজ্রতড়িন্ময় ;
জ্যোৎস্না আর ফুলদলে গঠিত এ শিশু,
অতি রমণীয়, যেন অতি সুকুমার।
নেহারি এ মুখ যবে, ভয় পাই মনে,
—সৌন্দর্য্য আত্মার ছায়া শরীর-দর্পণে—
অসহিষ্ণু মূরছিবে স্বলপ ব্যথায়।"
"পূর্ণ সৌন্দর্য্যের শিশু ইন্দিরা-তনয়,
রমণী-মানসজাত, তাই হেন রূপ ;
কি আশঙ্কা, শ্বেতকেতো, মূর্ত্ত তপঃ তুমি
শিক্ষক পালক যবে, শোভায় প্রভাব,
মধুরে ভীষণ, পুষ্পে বজ্রের মিলন
দেখাইবে,—একাধারে লক্ষ্মী-শ্বেতকেতু।"
তবুও বিষাদ-ছায়ে আবৃত বদন,
চিন্তায় আবিল আঁখি থাকিত তাঁহার ;
দুর্ভাগ্যের ভাগ্যবর্ত্ম দূর ভবিষ্যতে
পাইতেন দেখিবারে দূরদর্শী তাত।

কেমনে কাটিত দিন কহিব কেমনে ?
মধুর-স্বপন-সম স্মৃতি শৈশবের,
নয়নেতে আসে জল স্মরি সে সকল ;
পিতার সে স্নেহময় প্রশান্ত বদন,
মধুর গম্ভীর স্বর—মহাশ্বেতে, প্রাণ,
ভুঞ্জিয়াছি জন্মান্তর, নিত্য দুঃখময় ;
শিশুত্ব লভিতে যদি পারি তপোবলে
সেই অঙ্কে, সে পবিত্র চারু তপোবনে,
তা'হলে তপস্যা সাধি পুনর্জ্জন্ম লাগি।

অধীত-সমগ্রবিদ্য পিতা পুণ্যবান্
খুলি দিলা আপনার জ্ঞানের ভাণ্ডার,
পিতৃধনে অধিকারী হইলাম কালে।
বাখানিত সবে যবে প্রতিভা আমার,
পিতার স্নেহলকান্তি হইত উজ্জ্বল।
সহাধ্যায়িগণ মোরে কহিত আদরে
পুণ্ডরীক লক্ষ্মী-সুত, বীণাপাণি-পতি।
গেল হেন জীবনের প্রথম অধ্যায়।

সমাপ্ত করিনু যবে বিদ্যা চতুর্দ্দশ,
কহিলেন প্রিয়ভাষে পিতা স্নেহময়,
"সযতনে সর্ব্ববিদ্যা শিখাইনু তোরে,
অতুল প্রতিভাবলে অতি অল্পকালে
সকলি শিখিলি ; শ্রম সার্থক আমার।
কিন্তু, বৎস, চিরদিন জানিস্ হৃদয়ে,
অধ্যাপন, অধ্যয়ন নহেরে দুষ্কর ;
দুষ্কর চরিত্রে শাস্ত্র করা প্রতিভাত।
নীতি-ধর্ম্ম অধ্যয়ন করিলে যেমন,
প্রতিকর্ম্মে, প্রতিবাক্যে, প্রতিপাদক্ষেপে
তোমাতে সে সব যেন করে অধ্যয়ন
সর্ব্বলোক। অদ্যাবধি বিস্তীর্ণ সংসারে
ধরি কর্ত্তব্যের পথ চলিবে আপনি।"

অবসিত পঠদ্দশা হইল যেমন,

কোথা হ'তে অতিক্ষুদ্র বিষা
পড়িল হৃদয়ের মম ; যাপি' ব
এক ঠাঁই, ত্যজি তাহে গেলে
আকুল হৃদয় যথা থাকে কিছু
তেমতি হইল প্রাণ আকুল, উ
হোম যাগ ব্রত তপঃ করিতা
কভু শুষ্ক, চিন্তাশূন্য, লক্ষ্যশূন্য
ভ্রমিতাম বনে বনে। সমগ্র
ভাসিত নয়নে যেন দৃশ্য স্বপ
বোধ হ'ত, আমি যেন বিশা
এক তরু, এক পান্থ অন্তহীন
পিতৃতুল্য ঋষিদের সাদর ব্যা

তখন করিনি লক্ষ্য ; এ
জনকের শান্তদৃষ্টি আমা
বিচরিত সাথী-সম।

অ

সুন্দর তেজস্বী এক তা
শিরে সুকুমার জটা, পি
পাদক্ষেপে নির্ভীকতা,
বিশাল লোচনে শান্তি
অধরে সুনৃতা বাণী স্নাত
"সুহৃদ্-কুমার মম, নাম
তপোনিষ্ঠ, বশী, শান্ত,
লভি এর সখ্য, পুত্র, হ

প্রণমিয়া সম্মুখেতে ধরিলা আমার
মনোহর পারিজাত-কুসুম-মঞ্জরী ;
লজ্জানত না লইনু ; প্রিয় কপিঞ্জল
কহিলা, "কি দোষ, সখে, লহ পারিজাত।"
তবু না লইনু যদি, সখা নিজ হাতে
লয়ে ফুল কর্ণপূর করিলা আমার।

নন্দনের ফুল, প্রিয়ে, পূর্ণ ইন্দ্রজালে,
স্পর্শে তার কত হয় মোহের সঞ্চার ;
চারি দিকে দেখিলাম, দেখি নাই আগে,
সৌন্দর্য্য পড়িছে ফুটি যৌবনের সাথে ;
চন্দ্র, তারা, পৃথ্বী, রবি, সাগর, ভূধর,
অভ্রময় মহাশূন্য অতীব শোভন,
অতীব তরুণ যেন।
অচ্ছোদের তীরে
দেখিলাম পবিত্রতা, সৌন্দর্য্য, যৌবন
একাধারে,—কল্পনার অতীত প্রতিমা।
কুসুমে সাগ্রহ নেত্র হেরিনু তোমার,
উপহার দিনু তাহে ; দৃষ্টি-বিনিময়ে
বিনিমিত হিয়া তথা হইল দোঁহার,

লেন পিতা মোরে।
রে উদিল শশী।
নু জীবন নব, উদ্য

কদিন, প্রিয়তমে,
এক অজ্ঞাতহেতু হ
সিক্ত। সেই দিন
ছিনু সুরপুরে ; নন্দ

অক্ষমালা সাথে সিত মুকুতার মালা,—
হইলাম পরিণীত, লইলে বিদায়।

তুমি যবে গেলে, লয়ে গেলে সাথে তব
জগতের আলোরাশি ; রহিল আমার
অবিচ্ছিন্ন অন্ধকার, বিষাদ, অভাব—
বিষাদ, অভাব আর ব্যাকুল বাসনা।
ভুলিলাম হোম যাগ, ধ্যান অধ্যয়ন
পিতৃসেবা ; ভুলিলাম অতিথি-সৎকার,
নিত্য অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম। সখা কপিঞ্জল
বিস্মিত, ব্যথিতচিত্ত ফিরিতেন সাথে,
কভু বা ধিক্কারে, কভু মৃদু তিরস্কারে,
কভু স্থির উপদেশে চেষ্টিত নিয়ত
ফিরাইতে সে আমার হৃদয়ের স্রোতঃ।
কি যে পুণ্য, কি যে পাপ, বিমল পঙ্কিল
প্রণয়, আশক্তি কিবা, কিবা জ্ঞান মোহ
কহিতেন অনুক্ষণ, শুনিতাম কাণে—
কাণে মম ; আধা তার পশিত না মনে,
বিদেশীর ভাষা যেন ; বুঝিতাম শুধু
আমার নূতন ব্যথা কেহ বুঝিছে না,

আমার ভবিষ্য সুখ চিনেছে না কেহ্।

নয়ন শ্রবণ মম প্রাণ, মন, হিয়া
আছিল তোমারি ধ্যানে, তোমাতে জীবিত;
নয়নের এক জ্যোতিঃ তব রূপরাশি
রেখেছিল আবরিয়া জগতের মুখ
অন্ধকারে। সুখ ছিল তোমারি স্বপনে;
বর্ণীদের শুষ্কালাপে ভাঙ্গিত যখন
সে স্বপন, জাগিতাম অভাবের মাঝে
নিরানন্দ: গেল ধৈর্য্য, আত্মার সংযম,
গেল শান্তি, গেল পূর্ব্ব সংসার-বিরাগ,
সুচিরচর ব্রহ্মচর্য্য কুলক্রমাগত।
"কোথা সুখ এ বৈরাগ্যে, আপন শাসনে?
বিপুল এ ধরণীর ত্যজি সুখাস্বাদ
ক্ষুদ্রাশ্রমে ক্ষীণপ্রাণে বেদ-উচ্চারণে
নীরস বরষ কাটে বরষের পরে।"
হয় হোক্ নিন্দনীয় গৃহীদের খেলা,
আমি দেখি এ খেলায় থাকে যদি সুখ।
এ যদি না হয়, সখে, স্বরগের পথ,
চাহি না স্বরগবাস; এ যদি বন্ধন,

নাহি চাহি মোক্ষ আমি ; এ যদি গরল,
চাহি না অমৃতরাশি, না চাহি জীবন।”—
কহিলাম কপিঞ্জলে।
"এ মধুর বিষ
হইবে বিরসতর, তিক্ত পলে পলে
পরিণামে ; সুখাশায় দুঃখ-পারাবারে
ঝাঁপিতে চাহিছ, সখে ; পার্থিব বাসনা
কোথা নিয়া যাবে শেষে, ফের সখে এবে,
ফের সখে ; ঢালি অঙ্গ প্রবৃত্তির স্রোতে
স্ব-ইচ্ছায়, ভেসে আর নারিবে ফিরিতে ;
ভেসে যাবে দিন দিন মরণাভিমুখ,
ডুবিবে আবর্ত্তে কিবা,—মরিবে নিশ্চিত ;
স্ব-ইচ্ছায় আর কভু নারিবে ফিরিতে।”
“কেমনে মরিব, সখে ? দুইটি জীবন,
দুটি আত্মা একীভূত, দ্বিগুণ বর্দ্ধিত,
হবে না কি সঞ্জীবিত দ্বিগুণ জীবনে ?
অমৃতের অধিকার বাড়িবে না আর ?”
“গৃহধর্ম্ম, ব্রহ্মচর্য্য কি যে পুণ্যতর
আমিতো বুঝি না, সখে, না বুঝি প্রণয় ;
সোপান সে জীবনের কিবা মরণের

নাহি জানি ; ভিন্ন জনে কহে ভিন্ন কথা।
দ্বিগুণ জীবনে জীবী, বলে বলীয়ান্,
পবিত্র, সুন্দরতর নহেন, সুহৃৎ,
ব্রহ্মচারী শুকদেব, তাত শ্বেতকেতু ?”
“ছাড় কথা, দেখ মুখ, দেখগো হৃদয়—
উত্তরঙ্গ ব্যাকুলতা, দেহ শান্তি তাহে।”
“গৃহী হ’তে চাহ, সখে ? তাই হও তবে;
এ অশান্তি, ঝটিকার সাগরের মত
চঞ্চলতা হোক্ দূর ; প্রশান্ত হৃদয়ে
দেহ মন গৃহধর্ম্মে। কহিব পিতায় ?”
“কহিবে পিতায় ?”—লাজে হইনু কাতর—
“ব্যাকুল পরাণ মোর দেহের পিঞ্জর
ভেঙ্গে চূরে যেতে চাহে,—কি করিব, সখে,
কহ তাঁরে ; পিতৃদেব করুণার খনি।”

কোন্ দিকে গেল দিন, কতদিন গেল,
নাহি জানি, তার পর ; তোমার স্বপন
ভাঙ্গাইয়া কপিঞ্জল কহিলা আমায়
এক সন্ধ্যাকালে,—“তাত জানেন আপনি
মানস বিকার তব ; আদেশ তাঁহার—

'সপ্ত মাস, সপ্ত দিবা, সপ্ত দণ্ড আর
লঙ্ঘিবে না পুণ্যময়-তপোবন-সীমা,
—পিতার নিদেশ, বৎস, করিওনা হেলা—
লঙ্ঘনে সমূহ দুঃখ, নিশ্চিত মরণ।
স্নেহ-আশীর্ব্বাদ শত রেখে যাই পাছে ;
প্রয়োজন-অনুরোধে চলিলাম আমি
দূর দেশে ; মাস-শেষে ফিরিব আবার।
এতাবৎ কর সদা ধ্যান অধ্যয়ন,
সযতনে কর, বৎস, আত্মানুসন্ধান ;
হৃদয় তটিনীকূলে কর আহরণ
বিন্দু বিন্দু স্বর্ণরেণু বালু রাশি হ'তে,
স্বর্ণহার চাহ যদি দিতে উপহার
পুণ্যবতী ভাগ্যবতী কোন রমণীরে।' "
"যে আজ্ঞা পিতার"—আমি কহিলাম মুখে ;
"সপ্ত দণ্ড—দিন—মাস কেমনে ধরিব
শূন্য দেহ এ কাননে ?"—ভাবিলাম মনে।

কত কষ্টে গেল দিন, দিন তিন চারি ;
গুণিয়াছি প্রতি দণ্ড প্রতি পল তার।
শৃঙ্খলিত দেহ পিতৃ-নিদেশ-নিগড়

ভাঙ্গি চূরি বাহিরেতে চাহিত যখন
বেগভরে, কপিঞ্জল কোন্ মন্ত্রবলে,
শান্ত নেত্রে, ধীর ভাষে, দৃঢ়মুষ্টিমাঝে
রাখিত আমারে যেন পালিত কেশরী।

যেই দিন পূর্ণচন্দ্র উঠিল গগনে,
পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যের ষোড়শ কলায়,
উচ্ছ্বসি উঠিল ধরা, হৃদয় আমার।
উঠিলাম উর্দ্ধদেশে চকোরের মত
চন্দ্রে চাহি'—কপিঞ্জল সন্ধ্যা জপে রত।
পাদচারে লঙ্ঘিব না আশ্রমের সীমা,
আশ্রমের উর্দ্ধে উঠি দেখি একবার
সুন্দর অচ্ছোদ-তীর প্রিয়াপাদাঙ্কিত ;
পারি যদি হেরি দূরে পুণ্য হেমকূট,
কূলের কৌমুদীরূপা যথা মহাশ্বেতা।
শশী আর ধরণীর মধ্যপথ হ'তে
হেরেছ কি শশী আর ধরণীর শোভা ?
পূর্ণিমার সে সৌন্দর্য্য নহে বর্ণিবার।
উর্দ্ধ হ'তে দেখিলাম উঠিছে উথলি
নীররাশি নীরধির, সমগ্র হৃদয়

তরল প্রণয়রূপে উঠিছে উথলি।
শত কর প্রসারিয়া সাদরে চন্দ্রমা
যেন আহ্বানিছে তারে ; আকুল জলধি
চাহে যেন আপনারে উর্দ্ধে লুফিবারে।
সলিলে মিশিছে আলো, তরঙ্গ উজ্জ্বল—
উচ্ছ্বসিত প্রেমে শুভ্র জ্যোতিঃ স্বরগের ;
পৃথিবীতে বদ্ধমূল, বেষ্টিত বেলায়,
পারে না সে আপনারে করিতে মোচন ;
রহে দূরে প্রণয়িরা, একের আলোকে
আলোকিত অন্য হিয়া ; সুখী নিরখিয়া
একে আপনার ছায়া অপর হিয়ায়।
পূর্ণশশী মহাশ্বেতা, সাগর সমান
এ হৃদয় উদ্বেলিত স্মরণে তাহার,
বেলা, বাঁধ, নিম্ন, উর্দ্ধ আছিল না কিছু !
ছুটিলাম শূন্য-পথে সন্ধানে কাহার
অচ্ছোদের তীর পানে,—ক্ষিপ্ত ধূমকেতু
ছুটে কি এমনি বেগে আপনারে দিতে
জ্বলন্ত ভাস্কর-কুণ্ডে ? নামিনু সেথায়,
শিশির সমীরে যথা আর্দ্র কেশ তব
মৃদুলে দুলিতেছিল,—বসন্ত আপনি

নিরন্তর-কিশলয়, লতা-বিজড়িত
তরুর ছায়ায় পাতি পুষ্প-আস্তরণ
কামিনী শেফালী আর বকুলের দলে,
স্নাত শুভ্র তনু'পরি আছিল ঢালিতে
পুষ্পাসার,—সেই শুভ পরিচয় দিনে।
দাঁড়াইনু অচ্ছোদের তট-উপবনে;
দেখিলাম সৌন্দর্য্যের শূন্য দেহ তার,
জীবন্ত সৌন্দর্য্য সেই নাহি মহাশ্বেতা।
কেন এনু এতদূরে? কোথা মহাশ্বেতা?
হেমকূটে। কেন এনু, কোথা যাব ফের?
কেন এনু অবহেলি পিতার নিদেশ,
কি লাগিয়া? ধিক্ মোহ, বিস্মৃতি আমার!
বিস্মিত, লজ্জিত, ভীত, ব্যথিত-পরাণ
বসিলাম তরুতলে; দেহের বন্ধন
শিথিল হইল ক্রমে। স্বপনের মত
জানিলাম সুহৃদের সস্নেহ বচন,
শীতল শরীরে তার উষ্ণ করতল,
অবিরল অশ্রুপাত ললাটে আমার।
"সখে, সখে, পুণ্ডরীক, প্রাণাধিক মম,
হেথা কেন? দেহে, প্রিয়, পেয়েছ আঘাত?"

"দেহে নহে; মোহবশে কিবা স্বপ্নমাঝে
এসেছিনু অবহেলি পিতার আদেশ;
আসিয়াছি, যায় প্রাণ; মরিবার আগে
একবার, প্রিয়তম, দেখাবে কি তারে ?"—

কি যেন নিদ্রার মত ছাইল আমায়,
এই কি মরণ ?—আমি জিজ্ঞাসিনু মনে।
তার পর ধীরে ধীরে গেলাম কোথায়
নাহি জানি। একবার ঘোর অন্ধকার
করিলাম অনুভব; মুহূর্ত্তের মাঝে
চারিদিকে দিব্য জ্যোতিঃ দেখিনু প্রকাশ;
কোন দেবতার হস্ত তুলিল আমার
অর্দ্ধমাত্র,—সেই মম দেবর্ষি-শরীর
শ্বেত-শতদল-বর্ণ, পুণ্ডরীক নাম,
কণ্ঠে শুভ্রতর তব একাবলী হার,
তোমার প্রণয়মালা। তোমারি লাগিয়া
কুলের দেবতা তব অমৃত-সিঞ্চনে
রাখিলেন সঞ্জীবিত দেব-অর্দ্ধ মম
নিদ্রাগত, মানবের নেত্র-অগোচরে,
প্রচ্ছন্ন পাবক যথা সমিত্ মাঝার।

সেই এক দীর্ঘ নিদ্রা, জন্ম জন্মান্তর
সে মহানিদ্রার যেন দুঃখের স্বপন।
প্রভাতে সমগ্র স্বপ্ন নাহি থাকে মনে,
যতটুকু আছে মনে কহিব তোমায়।

৩

মনে পড়ে জীবনের অবস্থা নূতন ;—
আনন্দ অশান্তি কিছু অতিরিক্ত নয় ;
সুখে দুঃখে কাটে দিন আমোদে, বিষাদে ;
রাজ পরিষত্-মাঝে যুবরাজ-সখ
রাজপুত্রগণ সহ যাপিতেছে দিন ;
নহি দেবর্ষির পুত্র ঋষিসহবাসে,
তপোবনে শাস্ত্রপাঠে জপতপে রত,
নিমন্ত্রিত সমুজ্জ্বল বাসব-সভায়,
উষায় সন্ধ্যায় পুণ্য নন্দনকাননে।
অতঃপর পড়ে মনে স্বপ্ন স্পষ্টতর—
সপ্ত আবরণে ঢাকা এ নয়ন হ'তে
এক আবরণ যেন হইল মোচন।
সুন্দর-অতীত-ছায়া দেবর্ষি-জীবন
ক্ষণেক জাগিল মনে চপলার মত ;
স্মরিতে চাহিনু যত চাহিনু ধরিতে

গেল যেন মিলাইয়া বিস্মৃতি-আঁধারে।
এসেছিনু যেন কোন মায়াময় দেশে,
এই সরোবর-তীর দেখিনু এতেক,
লতিকা-সনাথ তরু আবরিত ফুলে।
দেখিনু জাগিয়া যেন স্বপন সুন্দর,
অথবা সে জাগরণ দুঃস্বপন মাঝে।
প্রতি তরু, প্রতি তার ফুল কিশলয়,
প্রতি শিলা, সরসীর প্রত্যেক সোপান,
স্বচ্ছ নীরে তীর-ছায়া ঈষৎ চঞ্চল
পরিচিত বলি' বোধ হইল আমার ;
প্রতি হিল্লোলের ভঙ্গি বাল-রবি-তলে,
বাসন্তি সৌরভে পূর্ণ মৃদু সমীরণ,
কলহংস-কলরব পুণ্ডরীক-বনে,
চক্রবাক-মিথুনের সানন্দ বিহার,
দূরাগত চাতকের ব্যাকুল সুস্বর
কোন দূর অতীতের অভিজ্ঞান-সম
চঞ্চল করিল হিয়া ;—বিস্মৃত সঙ্গীত,
রাগিণী শুনিনু যেন সুদূর প্রবাসে ;
কত ভাবি কথা তার পড়িছে না মনে।
ভাবিয়া ভাবিনু, চাহি চাহিলাম কত

বারবার ; মুদি আঁখি, ভাবি মনে, পুনঃ
খুলি আঁখি ;—স্মৃতি আর নয়নের মাঝে
বাঁধিয়া চিন্তার সেতু করে যাতায়াত
আকুল হৃদয় মম। ত্যজি সঙ্গিজন,
ত্যজি ক্রীড়া, নিদ্রাহার, লাগিনু ভ্রমিতে
তীরবনে ; আকুলতা প্রতিক্ষণে মোর
বাড়িতে লাগিল ; হৃত-সরবস্ব সম
খুঁজিতে লাগিনু প্রতি তরুলতামূল ;
কি মোর হারায়ে গেছে, তাহারি পশ্চাতে
হারাইনু আপনারে। বিস্মিত, চিন্তিত,
পরিজন সান্ত্বনয়ে ডাকিছে শিবিরে,
মায়াময় দেশ ছাড়ি পদমাত্র আমি
নারিলাম যাইবারে—অতি পরবান্।
কেহ ক্ষিপ্ত, ভূতগ্রস্ত কেহবা কহিল,
কেহবা কহিল ছিঁড়ি সংসার-বন্ধন
সহসা বিবেক মম হয়েছে উদয়।
জানিতাম সকলেরি মিথ্যা অনুমান,
নাহি জানিতাম কিন্তু কিহেতু হৃদয়
সহসা হইল হেন অবশ, আকুল ;
ভ্রমিতে লাগিনু বনে আবিষ্টের মত।

একদিন অন্বেষিতে লক্ষ্য অনির্ণেয়,
ভ্রমিতে ভ্রমিতে সেই চারু উপবনে
পাইলাম দরশন, হইল নির্ণয়
অভীষ্টের। অনাথিনী তাপসীর বেশে
নেহারিনু দেবী এক,—সেতো তুমি, প্রিয়ে।
কহিল হৃদয় মোরে—"এতকাল পরে
পাইয়াছ, ক্ষিপ্তবৎ খুঁজিয়াছ যারে।"

কিন্তু, হায়! ঋষি যেই দুর্ব্বল পতিত
ইতর মানব সাথে হয়েছে সমান,
অযোগ্য সে নিরখিতে সপ্রেম নয়নে
সেই মূর্ত্তি। জন্ম জন্ম বিরহ-অনলে
দগ্ধ প্রেম হবে স্বর্ণ বিশুদ্ধ, উজ্জ্বল ;
অশ্রুর প্রবাহে স্নাত ম্লান-অর্দ্ধ মম
শুভ্র অরবিন্দ সম উঠিবে ফুটিয়া,
তেঁই না চিনিলে তুমি ; নিকটস্থ জনে
তোমার পবিত্র তেজে দহিলে,—নাশিলে।

সেই রাত্রি—কাল রাত্রি, সেই পূর্ণচাঁদ
ঘোর ঘৃণাভরে নিয়ে নেহারিছে মোরে,—

সাক্ষীসম দাঁড়াইয়া নিবিড় অটবী
নীরব, নিরুদ্ধশ্বাস,—স্থির দশদিক্,—
কুমারীর দেহ-লতা ক্রোধ-কম্পময়,
নয়নে স্ফুলিঙ্গরাশি, স্বর ভয়ঙ্কর
উচ্চারিছে অভিশাপ—"পাপিষ্ঠ, দুর্জ্জন,
অসংযত-চিত্ত-বাক্, সদ্যোবজ্রপাত
হইল না শিরে তোর,—না হ'ল অচল
পাপ জিহ্বা? প্রেমালাপে শিক্ষা শুক-সম,
না জানিস্ মানবের হৃদয়-গৌরব,
তির্য্যক্ না হয়ে কেন জন্ম নরকুলে?—
"ভগবন্, পরমেশ, দুর্জ্জন-শাসন,
যদবধি হেরিয়াছি দেব পুণ্ডরীকে,
তদবধি চিন্তা কিবা স্বপনেও কভু
না যদি দিয়াছি স্থান অপর পুরুষে
চিত্তে মম, তবে সত্য সতীর বচনে
নরকুলপাংশু এই হউক পতিত।"—
আর না বুঝিনু কিছু; দারুণ আঘাতে
পড়িনু ভূতলে—প্রিয়ে, জানইতো তুমি।

অতীব অস্পষ্ট মম স্বপনাবশেষ।

নহি শুদ্ধশান্তচিত ঋষিগণ মাঝে,
সংসারে সমৃদ্ধ নহি রাজগণ সহ
সংসারী ব্রাহ্মণ-বাল! গেলাম কোথায়
ঘোর বনে, চরে যথা শ্বাপদ শবর,
শ্রেষ্ঠ মানবের নামে অধিকার-হীন।
পারি না বর্ণিতে প্রিয়ে সে জীবন মম।
অধোগত দিন দিন, দেবর্ষি-কুমার—
হীন নর—নরাধম—তির্য্যক্‌ ক্রমশঃ;
আলোকের দেশ ছাড়ি ক্রমে অন্ধকারে—
ঘনতর, কৃষ্ণতর মোহের মাঝার
হারাইনু আপনারে; জন্মান্তর মম
হইলাম বিস্মরণ। সে আঁধারে শেষে,
সহৃদয়, সুকুমার ঋষির কুমার—
হারীত তাহার নাম—কত স্নেহে আহা
অসহায় জীবনের হইল সম্বল,
নিরাশার মাঝে যেন আশা জ্যোতিষ্মতী।
তার পর হেরিলাম বৃদ্ধ মুনি এক,
অনল কঠিনীভূত, বার্দ্ধক্য সবল,
সূক্ষ্মদর্শী অতীতজ্ঞ; অতীত আমার,
আশাসিত জীবনের দুশ্চিন্তা, দুষ্কৃতি,

দুর্ব্বলতা, অবনতি, দেখাইলা মোরে,
নির্ম্মম কঠোর প্রায় দগধি হৃদয় ;
অনুতাপ হুতাশনে, হ'ল ভস্মীভূত
হীন যোনিত্বের বৃতি, মোহের বন্ধন।
স্মরিলাম, কোথা ছিনু, কি আছিনু আগে,
কোন দেশ হ'তে ক্রমে পতিত কোথায় ;
স্মরিনু তোমারে, অয়ি, সতি, পুণ্যবতি,
শুদ্ধাচারা, শুদ্ধকামা, প্রেমে অবিচলা।
তার পর ফিরে যেন পুণ্ডরীক-দেহ
দগ্ধ ধৌত প্রাণ মোর করিল গ্রহণ,
গলে তব করার্পিত একাবলী হার,
অন্তর দর্পণে স্থিরা মহাশ্বেতা-ছায়া।
দুঃস্বপন অবসানে কিবা জাগরণ,
মহাশ্বেতা পুণ্ডরীক চির-পরিণীত।

সমাপ্ত।